কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'আশীষ বাণী ২য় খন্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEA6-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

অমিয় বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

অমিয় লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

নারীর পথে

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

তাঁর চিঠি

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

আশীষ বাণী ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

আশীষ বাণী ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

জীবন দীপ্তি ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

জীবন দীপ্তি ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

সুরত–সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

অখন্ড জীবন দর্শন

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

মা আবার এলেন,
তিনি
বৎসরে বৎসরেই আসেন—
বিজয়ার আশীর্ব্বাদে
প্রতিপ্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করতে ;
তিনি দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা,
দুর্গতিনাশিনী তিনি ;
মা'র ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি
ভাবব্যঞ্জনার সৃষ্টি ক'রে
আমাদের
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
বোধ-প্রেরণার
উৎসারণ এনে দেন ;
ভেবে ভালবাসি আমরা—
তিনি আমাদের
এবং আমারই মা ;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তিনি আসেন,
থাকেন,
আসারও বিরাম নেই,
থাকারও বিরাম নেই ;
তাঁ'র ঐ অমৃত-উদ্দীপনা
আমাদের অন্তরকে
অনুপ্রেরিত ক'রে
বোধপ্রেরণাকে জাগরিত ক'রে
সঞ্চারিত ক'রে প্রত্যেককে
ঐ অভয়ার
অভয়দীপ্ত অনুগ্রহ-দানে
যদি উদ্দীপ্ত ক'রে না তোলে—
ভয়কে পরামৃষ্ট করতে,
কৃতি-সন্দীপনায়
তা'কে আয়ত্ত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির
সুসঙ্গত উর্জ্জনায়
আমরা যদি তাঁ'র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

অভয়া-উদ্দীপনাকে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
সার্থক ক'রে না তুলি—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে,
সংস্কৃতির
সঙ্গতিশীল শুভ উজ্জ্বনায়
তাঁ'কে
আমাদের ভিতর প্রতিষ্ঠা করতে—
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে—
প্রতিপ্রত্যেকেই যা'তে
প্রতিপ্রত্যেকের যা'-কিছু ভয়
সবকে নিরাকরণ ক'রে
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে চলে,—
মায়ের এই আগমন
কি আমাদের ভিতর
সার্থক হ'য়ে উঠবে ?
ভাবমূর্ত্তির বোধপ্রেরণা
আমাদের সত্তাকে

কি তেমনতর ক'রে
সন্দক্ষ ক'রে তুলবে ?
নিষ্ঠানন্দিত
অনুপ্রেরণার সহিত
অকাট্য উৎসাহে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যকে
আমাদের ভিতর
সন্দক্ষ ক'রে নিয়ে
জীবনীয় সাত্বত দীপনাকে
সৎ-সন্দীপনাকে
যদি উদ্দাম ক'রে না তুলি,
আমাদের
এই মাতৃনিষ্ঠা
কি সার্থক হ'য়ে উঠবে তা'তে ?
আমরা কি সন্দক্ষ হ'য়ে উঠব তা'তে ?
আমরা কি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠব তা'তে ?
আমরা কি অমৃতত্ব
লাভ করব তা'তে ?

তাই বলি—

এখনও ওঠ,

'মা মা' ব'লে

পাগল-পারা হও,

তাঁ'র বোধপ্রেরণাকে

অন্তঃস্থ ক'রে

অন্তরকে বিনায়িত ক'রে তোল—

ঐ অসৎ-নিরোধী তৎপরতার

অমৃত-উৎসারণী উদ্দীপনায় ;

তবে তো সার্থক !

তবে তো তা'

আমাদের সত্তায় অর্থান্বিত হ'য়ে

উদ্বোধনার উদাত্ত আহ্বানে

প্রতিপ্রত্যেক সব

সন্তানসন্ততিগুলিকে

সুদীপ্ত ক'রে তুলবে !

তাই বলি—

এখনও ওঠ,

এখনও জাগ,
অলস হ'য়ে আর থেকো না,
মূঢ় হ'য়ে
বেকুবের মত
পরপদলেহী কুক্কুরের মত
আর থেকো না,
মায়ের দিকে তাকাও,
'মা মা' ব'লে ডাক,
আর, কর—
মা যা' চান
তেমনতর ক'রে—
নিজেকে সুসজ্জিত ক'রে তুলতে—
বোধ-বিবেকের
সান্নয়ী সুসন্দীপনার
সার্থক সমন্বয়ী তাৎপর্য্যে ;
মা
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
সৎ-সন্দীপনা নিয়ে

অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে
মূর্ত্ত হ'য়ে থাকুন,
তাঁ'র আশীর্ব্বাদে
আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত
৺বিজয়া-উৎসবে
বৈজয়ন্তী বিকাশ-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে উঠুক ;
নিথর হ'য়ে থেকো না,
নীরব হ'য়ে থেকো না,
আত্মম্ভরি উদ্দীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে বিচ্ছিন্ন ক'রে
নিজেকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে যেও না,
তা' হয়ও না কখনও,
হবেও না কখনও ;
ব্যষ্টি বাদ দিয়ে যেমন
সমষ্টি কখনও হয় না,
সমষ্টি ধ'রে যেমন

প্রতিটি ব্যষ্টির বিশেষত্বকে
অনুভব করা যায় না,
তেমনি ঐ দম্ভবিচ্ছিন্নতায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সঙ্গীতিকে
ভেঙ্গে দিয়ে
আমরা কি সম্বৃদ্ধিকে পাব ?
তা' কি হবে আমাদের ?
যা' হয় না—
তা'ই ক'রে কি হবে ?
একটা মূর্খ বিভবগর্ব্বী হ'য়ে
সাত্বত সন্দীপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে
তুমি কি
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে ?
তা' কিন্তু হয় না,
হয়নি কখনও,
হবেও না কখনও ;
নিষ্ঠা—
মাতৃনিষ্ঠা, আনুগত্য,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
মা'র প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
বিধায়িত ক'রে
বিশ্বাসিত সঙ্গতিতে
সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠ :
প্রতিপ্রত্যেকের মুখে
হাসি ফুটুক,
সন্দীপ্তি ফুটুক,
উর্জ্জনা ফুটুক,
আর, সব নিয়ে
সঙ্গতিতে
সুসংবদ্ধ হ'য়ে উঠুক্ ;
এমনি ক'রেই
মা'র আরাধনা কর,
তা' নিত্য-নিত্যই ক'রো,
ক'রে নিজে সার্থক হও,
প্রতিপ্রত্যেককে সার্থক ক'রে তোল ;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তাঁ'র অমৃত বিভব
সব দিক-দিয়েই
বিজয়-উর্জ্জনাকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলুক্,
আর, মায়ের পূজার
সার্থকতা তো ঐখানে ;
তাই আবার বলি—
করজোড়ে বল—
নতজানু হ'য়ে বল—
গদগদ কণ্ঠে বল—
'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ

৺বিজয়া উপলক্ষে, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০।
(বাং ৩রা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৬৭)

৬৮

বড় খোকা !

অমৃতের উচ্ছল নির্ঝর

তোমার ব্যক্তিত্বকে

অভিষিক্ত ক'রে তুলুক্,

তুমি অমর হ'য়ে থাক,

সেই অমৃত

প্রতি জনে-জনে ছিটিয়ে দিয়ে

প্রতিপ্রত্যেককে অমর ক'রে তোল,

সুধা-সন্দীপনা

তোমার জীবনে

এমনতর

সহজ ধৃতি সৃষ্টি করুক্

যা' দিয়ে

প্রতিটি ব্যক্তিকে

সুধা-সন্দীপনায়

সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলে

বিভবান্বিত ক'রে তুলতে পারে ;
তোমার যা'-কিছু
প্রতিপ্রত্যেকটি
অমর উচ্ছল হ'য়ে উঠুক্,
প্রতিটি অন্তর
অমৃতবর্ষী
কৃতি-আলোকে
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক্,
কৃতি-উচ্ছলায়
অবাধ হ'য়ে উঠুক্,
আর, ভরদুনিয়ার প্রতিটি অন্তর
ঐ উচ্ছলায় অজচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তুলুক্ ;
আবার বলি—
তুমি অমর হও,
অমৃত-প্লাবনে
সবাইকে সিক্ত ক'রে তোল,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এই সন্দীপনা
তোমার অন্তরকে
বোধ, বিবেক ও দূরদর্শনে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক্,—
যেন কেউ বঞ্চিত না হয়,
কেউ অপারগ না থাকে,
উচ্ছল হ'য়ে
প্রতিটি প্রত্যেক
প্রতিটি প্রত্যেকের
নন্দন-কানন হ'য়ে উঠুক্,
পারিজাত
সবারই পরিভূষণ হ'য়ে উঠুক্,
আর তুমি
প্রাণ ভ'রে ব'লে ওঠ—
'নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তি-প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

—এই মুক্তি মানেই
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠা ;
মা ও বাবার এই আশিস্‌-নিরতি
তোমার ভ্রাতা-ভগ্নী
এবং পরিবার-পরিবেশের
যে যেখানেই থাক্‌ না কেন
সব যা'-কিছুকে
উদ্দালক ক'রে তুলুক্‌ ;
সেই পরমপুরুষ
যিনি আমাদের একান্ত—
তাঁ'র চরণে
এই প্রার্থনা আমাদের।

আশীর্ব্বাদক—
তোমার বাবা ও মা

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বড়দার শুভ ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষে,
২৮শে অক্টোবর, ১৯৬০।
(বাং ১২ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬৭)

৬৯

যাই-তাই কর না কেন,—
অস্খলিত
ইষ্টনিষ্ঠাপূত
সুবিবেকী কৃতি-সম্ভার নিয়ে
আচার-ব্যবহার, চালচলন যা'-কিছু
সবগুলিকে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিশীল চলনায়
তোমাদের
প্রতিপ্রত্যেকে যেন
পারস্পরিকতায় সুসংবদ্ধ হ'য়ে চলে—
সহজ প্রীতি-পরিচর্য্যা নিয়ে
যাজনদীপ্ত উৎসর্জ্জনী আবেগে ;
কথাবার্ত্তাও যেন
অমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রে

ক্রমে উদাহরণ হ'য়ে ওঠ,
আর, অভিজ্ঞতার কথাও
বলতে থাক ;
ঐতো সার্থকতার পথ,
ঐতো সম্বর্দ্ধনার পূতস্থণ্ডিল ;
এইতো—আমি যা' বুঝি।

ধৃতিশ্রী নাট্যশিল্পম্-এর প্রতি, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৬০।
(বাং ২৮শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৭)

৭০

যিনি ঈশ্বর,
যিনি জীবনের ধারণপালন-সম্বেগ,
যিনি আপূরণ-তৎপর,
বিশেষের সাত্বত সন্দীপনা,
জীবনীয় উদাত্ত উর্জ্জনা—
যে সাত্বত আরাধনার ভিতর-দিয়ে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে এই জীবনস্রোত,
তিনিই তো
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ !
তিনিই তো
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উর্জ্জনা !
তিনিই তো
জীবন-বর্দ্ধনার কৃতি-ক্ষেত্র !
জীবনস্রোতের
স্রোতল দীপনা তিনিই তো !
যিনি
বিশেষকে বিনায়িত ক'রে
প্রতিটি বিশেষকে
প্রীতিবন্ধনে উচ্ছল ক'রে তুলে
বিভবের সঞ্চারু বিভায়
জীবনকে
ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তোলেন,
পুণ্য পবিত্র উর্জ্জনায়
নিজের পরিবার ও পরিবেশকে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পবিত্র ক'রে তোলেন—
কৃতি-তৎপর আরাধনার ভিতর-দিয়ে—
তিনিই তো বৈশিষ্ট্যপালী !
তিনিই তো ঈশ্বর !
তিনিই তো সেবাসিঞ্চিত সম্বেদনা
রাগদীপ্ত প্রীতিবন্ধন !
তিনিই তো—
পিতা
মাতা
আত্মীয়
স্বজন
পরিবেশ
ও পরিস্থিতি !
তিনিই তো
ধৃতিমুখর
বিরাট্ কুরুক্ষেত্র—
অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র !
আর, বিভব-বিভূতি হ'চ্ছে

তাঁর আরতি ;

তাই বলি—

"উত্তিষ্ঠত,

জাগ্রত,

প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" ;

প্রভঞ্জন-উন্মাদনায়

অস্খলিত নিষ্ঠা,

আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে

শ্রমপ্রিয় তৎপরতার সহিত

সেবা কর,

সিক্ত হ'য়ে ওঠ,

ইষ্টার্থে অভিনিবিষ্ট হও,

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ব্যক্তিত্বের

অধিকারী হ'য়ে

অমরত্বের উৎসর্জ্জনায়

নিজেকে অমৃতমণ্ডিত ক'রে তোল—

পরিবার,

পরিবেশ

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ও পরিস্থিতির
যা'-কিছু নিয়ে ;
আর, প্রতিপ্রত্যেকেই
চিরায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক,
তৃপ্ত হও,
দীপ্ত হও,
অভিদীপন-উচ্ছল হ'য়ে
জীবনীয় গুণসম্পন্ন হ'য়ে
পরিচর্য্যাবিভোর হ'য়ে
দুনিয়ার 'পর ছড়িয়ে পড় ;
প্রীতিবন্ধনদীপ্ত হ'য়ে
জগৎ
স্বর্গে পরিণত হোক্।

একনবতিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬০
(বাং ৮ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬৭)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

৭১

সাত্বতীর পূজাই হ'চ্ছে—
জীবন-চর্য্যা,
জীবনীয় আচার-ব্যবহার—
যা'র ভিতর-দিয়ে
সত্তা পরিপুষ্ট হ'য়ে
জীবনের সৌকর্য্যগুলিকে
সমাধান করতে করতে
সে
আয়ুষ্মান হ'য়ে পড়ে,
আর, ঐ পরিবেশও
মানুষকে আয়ুষ্মান ক'রে তোলে ;
ইষ্টের
নিদেশপালনী পূজার হোমধূমে
সত্তাকে সুদৃঢ় ক'রে রাখ,
অন্যের সত্তাকেও
তেমনি ক'রে তোল—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জীবনীয় আচারের
সৎ-অনুসরণে—
যা'র ভিতর-দিয়েই
তুমি পাবে—
ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ—
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্রোতল দীপ্তিতে ;
আর,
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি
তোমার ইষ্টে।

সাত্বতী-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ-উপলক্ষে, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬০ (বাং ১১ই পৌষ, সোমবার, ১৩৬৭)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৭২

বিধাতার আশিস্-প্রসাদে
আজ আপনি
নিয়ন্তার আসনে অধিষ্ঠিত,
আপনার প্রীতি-আলিঙ্গনে
লোকজীবন
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
শিষ্ট হ'য়ে উঠুক,
আপনার আন্তরিক অনুকম্পা
প্রত্যেককে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক,
আপনার সেবা-পরিচর্য্যী দেব-আরাধনা
প্রসাদ-বিকিরণ ক'রে
প্রত্যেকের হৃদয়
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
সুষ্ঠু শিষ্ট যা'রা—
নন্দনায় স্ফীত হ'য়ে উঠুক,

পাপী যা'রা—
পাপমুক্ত হোক,
আপনারই ঐ আলিঙ্গন
তা'দিগকে পাপমুক্ত ক'রে তুলুক,
আপনার আশ্বাসবাক্য
কার্য্যে ধ্রুব হ'য়ে উঠুক,
আপনার দ্যোতনবিভা
মানুষের অন্তরে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
প্রত্যেককে
দ্যুতিমান ক'রে তুলুক,
প্রত্যেকে
জীবনের অধিকারী হোক,
আয়ুর অধিকারী হোক,
পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ করুক—
নন্দনার স্বর্গবিভা নিয়ে,
অন্তরে
তৃপ্তির দীপালী
জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে থাকুক ;

প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—
আরো আরো হ'য়ে
বিষ্ণুর বিস্তার-প্রসাদে
সবাইকে উৎসর্জ্জিত ক'রে তুলুন,
কেউ যেন দুঃখী না থাকে,
কেউ যেন অলস না থাকে,
আপনার ব্যক্তিত্বের দিগ্‌বলয়ে
প্রত্যেকেই যেন
স্বর্গসুখ উপভোগ করে ;
দয়ী পুরুষ—
দয়াল যিনি—
তাঁ'র কাছে আমার
এই-ই একান্ত প্রার্থনা !—
আপনারই দীন
প্রীতি-অনুকম্পী আলিঙ্গন-অনুগ্রহ-প্রার্থী
আমি

পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা মহাশয়ের বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ-উপলক্ষে
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১। (বাং ২৬শে মাঘ, বুধবার, ১৩৬৭)

৭৩

বিশাখার
বিপুল ব্যাপনা
রাগদীপ্ত
অনুবেদনার সহিত
বহুল শাখা বিস্তার ক'রে
প্রদীপ্ত-সুন্দর
রাগ-বিভূতি
যেখানে সৃষ্টি করেছে,
সবিতৃ-দেবতা
তাপদীপ্ত অনুচলন নিয়ে
সেখানেই
বিদীপ্ত হ'য়ে আছেন ;
শীতের
সঙ্কোচনী-অনুসৃত
অনুবেদনাগুলিকে
বিক্ষিপ্ত ক'রে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পর্য্যায়ের প্রদীপ্ত চলনে
আজ হ'তে
গ্রীষ্মের আগমন হ'ল—
যা'-কিছুকে
রাগতপ্ত ক'রে
উদ্দীপ্ত উদ্দীপনায়
ঊর্জ্জনার বিভবে
সবাইকে উদ্দীপ্ত করতে,—
যা'তে ব্যক্তিত্বগুলি
বিশাল হ'য়ে
জীবন-বিভায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলতে পারে—
ধৃতি-আচরণে
উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে,
কৃতিসম্বেগের
শ্রমমুখর তাৎপর্য্যে,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
আশিস্ বহন ক'রে ;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকৃতি বলে—

তোমরা দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও,

কর,

বিদীপ্ত কৃতিসম্বেগে

স্বস্তির উপাসনায়

পরিচর্য্যার শ্রমবিভোর তাৎপর্য্যে

সবাইকে

শিষ্ট-সুন্দর-সম্বুদ্ধ ক'রে তোল

স্বস্তির

প্রসাদ বিতরণ ক'রে

প্রতিপ্রত্যেককে

প্রসাদ-সুন্দর ক'রে তোল-

বিহিত সঙ্গতি নিয়ে

বহুশাখার

সমীচীন সঙ্গতির

সুন্দর বিনায়নে ;

প্রতিটি ব্যষ্টি-সমষ্টিকে

তুমি আলিঙ্গন ক'রো,

আর বল—
'ঈশ্বর !
আমরা যেন
আমাদের অস্তিত্বের
জয়গান ক'রে চলতে পারি' ;
কাউকে দুঃখতপ্ত হ'তে দিও না,
বিরাগ-বেদনায়
বিকৃত হ'তে দিও না,
প্রতিটি ব্যষ্টি যেন
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
কৃতিযোগসুন্দর ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে
উচ্ছল হ'য়ে চলতে পারে ;
তোমাদের শিষ্ট-চলনা
প্রীতি-সঞ্চারণে
সবাইকে যেন
গ্রহণক্ষম ক'রে
সংস্কৃতির সুন্দর মাধুর্য্যে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বাস্তব বিভবের সৃষ্টি ক'রে
অনন্ত জীবনের
অধিকারী ক'রে তোলে ;
তাই বলি—
আর ব'সে থেকো না,
ওঠ,
জাগ,
চল,
কর,—
আর তা'
প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য,
প্রত্যেকে
বহু সমষ্টির জন্য,
আর প্রতিটি সমষ্টি
প্রতিটি ব্যষ্টির জন্য ;—
পারবে না ?
এমনতর আগ্রহকে
প্রতিটি অন্তরে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দাউ-দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিয়ে
সেই হোম-আহুতির ভিতর-দিয়ে
সবাইকে
অনন্ত জীবনের
অধিকারী ক'রে তুলতে পারবে না ?
তোমার জীবনের
প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিটি সীমাকে অতিক্রম ক'রে
অনন্তের দিকে উধাও হ'য়ে
স্বস্তি-অমরত্বে
অসীম হ'য়ে উঠুক ;
দুঃখদষ্ট কেউ না থাকে,
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
স্বস্তি-নন্দনায়
প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের
বিভব-আহুতি হ'য়ে ওঠে,
সবাই
সুষ্ঠু সার্থকতায়

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তীব্র কৃতী হ'য়ে উঠুক ;

তোমরা
অসীমের কোলে
অমর হ'য়ে বেঁচে থাক,
শিষ্ট-সুন্দর
সাত্বত আচরণ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অসীমে
অমরত্বের প্রতিষ্ঠা কর—
ব্যতিক্রমকে বিতাড়িত ক'রে,
জীবনের সাত্বত ক্রমকে
সুন্দর ক'রে তোল,
তৃপ্ত হও,
দীপ্ত হও,
স্বস্তি ও শান্তির
প্রতীক হ'য়ে দাঁড়াও
প্রতিপ্রত্যেকে ;
আর ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
এই অভিনন্দনা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পরম-কারুণিকের
চলন-বিভবী চরণে
অঞ্জলিস্রোতে
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠুক ;

পরম দয়াল !
পরমপিতা !
জীবনের পরম বিভব তুমি ।

জীবনে
কাউকে ব্যর্থ হ'তে দিও না,
সবাই সার্থক-সুন্দর হ'য়ে উঠুক ;

আমি বুঝি না,
আমি জানি না,
কিন্তু থাকতে চাই,
বাঁচতে চাই,
বাড়তে চাই,—
তা' প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
সবকে নিয়ে ;

সবাই যেন

তোমার প্রসাদে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
অসীম জীবনের অধিকারী হ'য়ে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত জীবন-উর্জ্জনা
কখনও যেন কা'রো
মন্দ'র না হয়,
মন্থর চলনে না চলে ;
দয়াল আমার !
তোমার চরণে আমার
এই-ই একান্ত ভিক্ষা ।

নববর্ষ স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ ও ৯২তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে,
৬ই এপ্রিল, ১৯৬১ ।
(বাং ২৩শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৭)

৭৪

জাগো—ওরে জাগো,
বাঁচ—ওরে বাঁচ—
আত্মবিনায়নী উৎসর্জ্জনা নিয়ে,
সবার হ'য়ে ওঠ তোমরা,
তোমাদের হ'য়ে উঠুক সব—
একটা প্রাণন-বন্ধনার
উজ্জয়িনী তাৎপর্য্যে ;
নিষ্ঠানিপুণ উৎসর্জ্জনার
উদ্দীপনা-উচ্ছল দীপনা
সমস্ত হৃদয়কে
আলোকিত ক'রে তুলুক,—
যে-আলোক
জীবন-সম্বেগকে
দূরান্তরে পাঠিয়ে
নিখুঁত দৃষ্টির তাৎপর্য্যে
সব যা'-কিছু

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দেখতে পারে
বুঝতে পারে—
আত্মশাসনী তাৎপর্য্যে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
সুসম্বিতীর শুভ তৎপরতায়
কৃতি-উচ্ছল সন্দীপনায়
সব যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বস্থ ও সুন্দর ক'রে তোল ;
তোমরা সবাই বেঁচে থাক,
বিহিত তৎপরতায়
বেড়ে ওঠ,
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল সবাইকে—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকেই
দীর্ঘজীবনের অধিকারী হ'য়ে ওঠে,
সুদীর্ঘজীবনের অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
ভবিষ্যতের
ভালমন্দের দিকে নজর রেখে
বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করতে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ভুলে যেও না ;

লাস্য-নন্দনার জীবন-আহবে

সমস্ত দুঃখকষ্টকে তাড়িয়ে দিয়ে

শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায়

প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে

প্রতিপ্রত্যেককে

আলিঙ্গন-উৎসারণায়

উচ্ছলভাবে আপনার ক'রে নাও—

তবে তো জীবন !

তবে তো কৃতি !

তবে তো তাৎপর্য্য !—

যে-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে

ধৃতি-হোম-আহুতি

উদ্দাম উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,

কৃতি-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে

প্রতিপ্রত্যেককে

শিষ্ট-সুন্দর ক'রে তোলে,

বোধ-বিনায়নী বিবেক-দীপ্তি

দূরান্তরের অন্তর ভেদ ক'রে
বিহিত বোধবিকাশের ঊর্জ্জনায়
তা'কে ফুল্ল ক'রে তুলতে পারে ;
মানুষ
সত্তা নিয়েই বেঁচে থাকে,
সত্তা নিয়েই বেঁচে থাকে ব'লে
সে সৎ হ'তে চায়,
সতেই থাকে
অস্তিত্বের উদ্গম-রহস্য,
যা'র ভিতর-দিয়ে সে
সুসন্দীপ্ত তৎপরতায়
আত্মবিনায়নে
প্রতিপ্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে—
জীবনে
বিভবে
বিভূতিতে—
শিষ্টসুন্দর
আত্মনিয়মনী তৎপরতায়

নিজেকে বিনায়িত ক'রে
নিখুঁত ক'রে
জীবনকে
নিখুঁত জীবনে
জীয়ন্ত ও চলন্ত রেখে ;
কেন ?
তা' পারবে না ?
তা' হবে না ?
ঐশী আশীর্ব্বাদ কি
তোমরা আবাহন করতে পারবে না ?—
শুধু তোমাদের জন্য নয়,
দুনিয়ার সব-কিছুর জন্য,
প্রত্যেকটি জীবনের জন্য—
বিভব-বিভূতির
উদাত্ত উত্থানের
বিদ্যুৎ-বিভায় ;
বেঁচে থাক,
ঘৃণা ক'রো না,

তাচ্ছিল্য ক'রো না কা'কেও,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
সবাইকে সুসম্বদ্ধ ক'রে তোল,
তর্পিত নৈষ্ঠিক অনুধ্যায়না নিয়ে
ইষ্টার্থকে পরিপালন কর,—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকের জীবন
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
কৃতিযাগের ধৃতি-আরাধনায়,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতার
বিহিত ঊর্জ্জনা নিয়ে,
সুনিষ্ঠ বিনায়নার
সমীচীন তাৎপর্য্যে,
সুসংযত বৈধী
জনম-নিয়মন-তৎপরতায় ;
বাঁচ,
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
প্রতিপ্রত্যেককে বাঁচাও,
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,

জীবনীয় হোম-আহুতির
হোতা হ'য়ে ওঠ ;
উঠে দাঁড়াও,
ধর,
কর,
এখনই লেগে যাও—
দীপনতপা
ঊর্জ্জনা-অধ্যুষিত সুসঙ্গীতির
তাণ্ডব-নৃত্যে,
প্রত্যেকের হৃদয়
'ব্যোম্ মহাদেব' ব'লে
উদাত্ত ওঙ্কার-কম্পনে
সব যা'-কিছুকে
প্রাণপ্রদীপ্ত ক'রে তুলুক—
নারায়ণের উদাত্ত অয়নে ;
দয়াল আমার !
দুনিয়ার সব যা'-কিছুর
বিভূতি-বিভব তুমি,

সব যা'-কিছুর আশ্রয়,
ধর্ম্ম ও কৃতিসম্বেগ,
জীবন উর্জ্জনার
বিভব-বিভূতি তুমি ;
জাগো দেব !
জাগো দয়াল !
প্রীতিসুন্দর ! জেগে ওঠ,
মানুষ বাঁচুক
বাড়ুক—
অজচ্ছল আয়ুর অধিকারী হ'য়ে,
প্রতিপ্রত্যেকে
সার্থক সঙ্গীতিশীল তাৎপর্য্যে
পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠুক—
পারস্পরিক পরিচর্য্যার
পরম নিবেশে ;
দয়াল আমার !
কর,
তা'ই কর,—

আমরা যা'তে পেরে উঠি,
তোমার আশিস্‌-উদ্দীপনা
যেন সেইদিকে
আমাদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে,
ব্যর্থ ব্যক্তিত্বগুলিকে
বিফলমনোরথ হ'তে না দিয়ে
তা'দের সাত্বত জীবন-সাধনাকে
সিদ্ধ ক'রে তোলে।

তোমাদেরই—
দীন
আমি

শিলং ও হোজাইয়ে অনুষ্ঠিত শুভ ৭৪তম জন্মতিথি-উৎসব-উপলক্ষে,
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।
(বাং ২৪শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৮)

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

৭৫

মা আমার শারদ-রাণী,
তাঁ'র স্বতঃসন্দীপ্ত প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
হিংসাত্মক যা'-কিছুকে
নিহত ক'রে
রক্ষাকে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা ;
তাই তিনি দুর্গা,
তিনি দুর্গতিনাশিনী,
তিনি তাঁ'র সন্তানসন্ততিদের
প্রতিপ্রত্যেককে
ঐ দুর্গা-বিভাস নিয়েই
প্রদীপ্ত ক'রে রেখেছেন,—
তাঁ'র কোন সন্তান যেন
ভীতিবিহ্বল হ'য়ে
সত্তাকে ব্যর্থ ক'রে না তোলে ;
আর তিনি
চিরদিনই মা,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

চিরদিনই জননী,
যা'কে যেমন পরিমিত করা উচিত
তা'ই ক'রেই তিনি
প্রসব ক'রে থাকেন,
তাই তিনি জগজ্জননী ;
বিক্ষুব্ধ আণব-অয়নকে
সংযত ও সংহত ক'রে
জীবনের সার্থক
সন্দীপনী সন্দীপ্তিকে
সুসংশ্লিষ্ট ক'রে তোলেন,
তিনি তো তাই জগদ্ধাত্রী ;
প্রত্যেকটি মাকে যদি
অমন ক'রে পূজা না কর,
ঐ চক্ষে যদি না দেখ,
ঐ পরিচর্য্যায় যদি তাঁ'কে
আরতি না কর,—
তোমার পূজা কি
সার্থক হ'য়ে উঠবে ?

ঐ পূজাপ্রদীপ্ত মানস-বিভব
নিষ্ঠা-আবেগে
উদ্যত উদ্দীপনায়
প্রাণন-সম্বেগকে যেন
সংস্থ ও সংবর্দ্ধিত ক'রে রাখে—
যে-সন্দীপনা
যে-সংবর্দ্ধনা
ঐ মাকে আবাহন করতে পারে,
অন্তরে-বাহিরে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে ;
মা জাগ্রত হ'ন তখন
আমাদের ভিতরে,—
যদিও তিনি জেগেই আছেন
চিরদিনই ;
তিনি সজাগ না থাকলে
আমরা কোথায় মিইয়ে যেতাম
তা'র ঠিক নেইকো ;
তিনি প্রসূতি,

তিনি জননী,
সৃষ্টির প্রতিপ্রত্যেককে
তিনি তেমনি ক'রে
স্নেহ-উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
আগলে ধ'রে
অঙ্কে তুলে নিয়ে
বক্ষে ধারণ ক'রে
সংবর্দ্ধনার দিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকেন ;
তাই, প্রতিপ্রত্যেকে বাঁচতে চায়,
মস্তিষ্কের বিকৃত বিক্ষুব্ধি না হ'লে
মরতে চায় না কেউ,
মুমূর্ষু যে
সে-ও বলে—
'আমাকে বাঁচাও !'
জীবনের পরম নন্দনা
সুন্দরের শুভ সন্দীপনা
ব্যাহৃতির বিমল বিভাস—

যা' সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সব দুনিয়াকে ধ'রে রেখেছে—
তা' ঐ মায়েরই
উচ্ছল উদ্দীপনায়ই তো !
তাই বলি—
প্রত্যেকে
প্রত্যেকের জন্য চেষ্টা কর,—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
জীবনে
সংবর্দ্ধনে
সম্বৃদ্ধি লাভ ক'রে
সুষ্ঠু সন্দীপনায় শিষ্ট হ'য়ে
কৃতি-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
বিধায়নার
বিধি-নিহিত অনুচলনে
ঐ মাকে
প্রতি মুহূর্ত্তে
অনুভব করতে পার—

তা' প্রত্যেকের ভিতর-দিয়ে,
কাউকে ছেড়ে নয়,
কাউকে বাদ দিয়ে নয়,
কাউকে পরিত্যাগ ক'রে নয় ;
যা'কে পরিত্যাগ করলে,
সে কিন্তু
ঐ মায়েরই অংক হ'তে
বিচ্যুতি লাভ করল—
ঐ স্থূল
শারীরিক অংক হ'তে ;
তাই বলি—
এখনও চুপ ক'রে থেকো না,
নিথর হ'য়ে থেকো না,
এখনই ওঠ,
এখনই কর,
নিষ্ঠানন্দিত অন্তঃকরণে
ঐ মাকে ডাক,
আর, ডাকের অনুপাতিক

যেমনতর চলতে হয়
তেমনতর চল,
যেমনতর করতে হয়
তেমনতর কর,
সম্বোধনার সম্বোধি-তাৎপর্য্যে
সব জিনিসকে অবলোকন কর,
যেখানে যা'কে
যেমন নিয়মন ও নিবিষ্ট ক'রে রাখতে হয়—
তা'কে তেমনি ক'রেই রাখ,—
উচ্ছল প্রাণন-সম্বেদনা নিয়ে,
ধী-দীপনী তাৎপর্য্যের
দূরদৃষ্টি নিয়ে,
বিধায়নী তৎপরতায়
শুভ বিন্যাস নিয়ে,
সুখ-সন্দীপনী
সুধা-অভিষিক্ত অমরার
অমৃত নির্য্যাস নিয়ে ;
এ নির্য্যাস—

প্রসাদ,
এই প্রসাদে
তুমি প্রসন্ন হও,
প্রতিপ্রত্যেকে প্রসন্ন হোক ;
উদ্দীপ্ত উদ্দাম
স্থিরচঞ্চল গতি নিয়ে
কৃতিবিভবে বিভবান্বিত হ'য়ে
আরো-আরোতে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চল,
তবে তো মায়ের পূজা !
আর, মায়ের প্রসাদ তো ঐ পথেই ;
তাই বলি—
ওঠ,
জাগো,
উদ্দাম উৎসর্জ্জনায়
দুনিয়াকে বিন্যস্ত ক'রে তোল,
নিজের অন্তঃকরণকে
বিন্যাস-বিভবে

বিনায়িত ক'রে তোল ;
আর, সেই বিন্যাস
প্রতিটি অন্তরকে
বিনায়িত ক'রে তুলুক—
যে যেমন তেমনি ক'রে,
অহিংস, সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে
বিহিত পরিচর্য্যায় ;
তবে তো !

মা এলেন,
পুতুলের মতন তাঁকে পূজা করলে,
আমাদের প্রাণে তাঁর প্রতিষ্ঠা হ'ল না,
সে পূজা কি
সম্বর্দ্ধনা নিয়ে আসতে পারে ?
বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে
তাকাও,
দেখ,
প্রতিটি সত্তাকে

সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
যা'র যেমন প্রয়োজন
তেমনি ক'রে
শিবসুন্দর অধিষ্ঠিত নিয়ে,
তবে তো তোমাদের অন্তরে
মায়ের সার্থকতা
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার চোখে-মুখে-নাকে
প্রাণন-প্রদীপ্তিতে
সব দিক্-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে—
উল্লাস-উল্লোল পরিভূতি নিয়ে,
কৃতিযাগের হোম-সন্দীপনায়,
নব-নব উন্মেষশালিনী সম্বোধনায় ;
পূজার পরিক্রমা তা'ই তো !
পূজার যজ্ঞ তো সেখানেই—
যেখানে তোমার প্রাণন-প্লাবন
উচ্ছল হ'য়ে

উৎস-অধীতি-উদ্দীপনায়
তা'কে উচ্ছ্বসিত তাৎপর্য্যে
বিনায়িত ক'রে
প্রতি অন্তরকে
তেমনি তৎপর দীপ্তিতে
দীপায়িত ক'রে তোলে—
সুরসন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে ;
তবে তো পূজা !
আর, ধর্ম্মও তো তা'ই—
যা' সত্তাকে ধারণ ক'রে
জীবনকে জীবনীয় ক'রে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
আর, অর্থ হ'চ্ছে—
ঐ জীবনকে
অর্থসমন্বিত করতে যা' লাগে
তেমন ক'রেই তা' করা—
তেমনতর কামনা নিয়ে,
আর, মোক্ষ হ'চ্ছে—

সেই অর্থকে
বাস্তবে অর্থান্বিত ক'রে
জীবনকে স্বস্থ সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা ;
মা আমার !
জগদ্ধাত্রী আমার !
জীবনের জয়দুর্গা আমার !
তোমার সন্তানের দিকে তাকাও,
সন্তানদিগকে আকৃষ্ট কর তোমার দিকে,
তা'রা তোমার ভাবে
বিহ্বল হ'য়ে
তোমাকে আঁকড়ে ধ'রে ব'লে উঠুক—
'জয় মা জগদ্ধাত্রি !
জয় মা জগজ্জননি !'
ক'রে কৃতার্থ হোক,
চ'লে উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
জীবনীয় অশেষ আয়ুর অধিকারী হ'য়ে ;
দে মা !
দয়াময়ি আমার !

দে মা ! আমায় সেই ধৃতি-বিধায়না
যা' কৃতিযাগে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
একমাত্র তাৎপর্য্য—
যা' অন্তরে রেখে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
প্রসূতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছ—
তা'র ব্যতিক্রম যেন
আমরা একটুও না করি ;
তাই বলি—
পুণ্য হ'য়ে ওঠ,
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের দরদী পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
এই উত্থান সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি বিশেষকে
বিধায়িত উন্মাদনায়
উচ্ছল ক'রে তুলুক—
অস্খলিত নিষ্ঠানিটোল কৃতি-নন্দনায়,
অন্তর-উৎসর্জ্জনী প্রাণন-প্রসাদে ;
অলস হ'য়ো না,
ধুক্ষিত অন্তর নিয়ে বসবাস ক'রো না,

প্রসাদ-প্রদীপনা নিয়ে
ঘরে-ঘরে মাতৃপূজা কর—
যিনি তোমার,
যিনি আমার,
যিনি প্রত্যেকেরই।

....

৺বিজয়া-উপলক্ষে, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬১।
(বাং ২৭শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৮)

৭৬

বড় খোকা!
তুমি সকলকে নিয়ে
শ্রদ্ধাপূত শুভ সম্বর্দ্ধনায়
নীরোগ নিরাপদ্
ধীমান্ শ্রীমান্

কুশলকৌশলী পরাক্রমী ক্রিয়মাণ
সুস্থ সবল চিরায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক,
আর দেখো—
তোমার সঙ্গ যা'রা লাভ করেছে
তা'দের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকে যেন
উন্নতি লাভ করে,
সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সন্দীপনার উচ্ছল আলোকে
নিজেকে কৃতিতপা ক'রে
পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
সমুন্নত ক'রে তোলে ;
তোমার ভাইবোন
সন্তানসন্ততি
আত্মীয়স্বজন—
যে যেখানে থাক্,
সবাই যেন তোমাতে সঙ্গত হ'য়ে
সুসন্দীপ্ত তৃপণায়

তপদীপনী উৎসর্জ্জনায়
সব দিক্-দিয়ে
উন্নতি লাভ করে ;
তা'রা প্রত্যেকেই যেন
চিরায়ু হ'য়ে বেঁচে থাকে,
প্রত্যেকেই যেন সুখী হয়,
প্রত্যেকেই যেন সমুন্নত হ'য়ে
পরিবেশের প্রত্যেককে
আপূরণী তাৎপর্য্যে
পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে—
আদানে-প্রদানে—
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
আর, এমনি ক'রেই
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ উন্মাদনায়
মানুষকে
ক্রমোন্নতির দিকেই এগিয়ে দেয়,—
তুমি তা'রই
জীবন-স্থণ্ডিল হ'য়ে দাঁড়াও ;

শাসনতোষণী তৎপরতায়
প্রেষ্ঠনিষ্ঠ অনুকম্পা নিয়ে
সবাই যেন
সংহত ও সংযত হ'য়ে
সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে,
পরম কারুণিকের কাছে
এই-ই আমার একমাত্র প্রার্থনা ;
তোমার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি
তোমার অস্তিত্বের প্রত্যেকটি বিন্যাসে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
তুমি সুখী হও,
তাঁ'রা সুখী হোন ;
মায়ের আশীর্ব্বাদ
পরম সম্পদ্‌,
এই অনুশাসনবাদ যে মেনে চলে—
সে জীবনকে সার্থক ক'রে তোলে,
সন্দীপনার শুভ জাগরণ
তা'কে আরতিই ক'রে চলে ;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাই আবার বলি—
তুমি
নীরোগ নিরাপদ্‌
ধীমান্‌ শ্রীমান্‌
কুশলকৌশলী পরাক্রমী ক্রিয়মাণ
সুস্থ, সবল, চিরায়ু হ'য়ে
বেঁচে থাক,
সম্বৃদ্ধ হও—
সবাইকে নিয়ে,
তুমি সবাইকে নিয়ে সুখী হও,
আর, প্রতিপ্রত্যেকে যেন
তোমাকে নিয়ে
সুখী সন্দীপ্ত হ'য়ে
তৃপণদীপ্ত অনুচলনে চ'লে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে সবাইকে ;
এইতো জীবনের পরম অর্থ,
এইতো জীবনের পরম বিভব,
এইতো সত্তার পরম বিভূতি,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

এইতো বিধাতার আশীর্ব্বাদ,
আর, মায়ের আশীর্ব্বাদও তো তা'ই।

আশীর্ব্বাদক
তোমার বাবা

পূজ্যপাদ বড়দার একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উপলক্ষে,
৩০শে নভেম্বর, ১৯৬১।
(বাং ১৪ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৮)

৭৭

তোমাদের জীবন-ঊর্জ্জনা
উচ্ছ্রিত হ'য়ে উঠুক
সবার ভিতরে—
উচ্ছল তাৎপর্য্যে,—
অকাট্য সার্থক সঙ্গতিশীল
প্রীতি-উন্মাদনায়,

মহান হ'য়ে উঠুক

তোমাদের হৃদয়—

কৃতি-তৎপরতায়,

অনুকম্পী উচ্ছল উচ্ছ্রয়ে,—

যা'তে পারস্পরিক বন্ধন

অকাট্য হ'য়ে ওঠে—

কৃতিতপা ইষ্টনিষ্ঠ উদ্দীপ্তি নিয়ে ;

দীপ্ত হ'য়ে উঠুক

তোমাদের প্রত্যেকের জীবন—

দুঃখ-বেদনার সংঘাতমুক্ত হ'য়ে,

যা'র ফলে,

তোমরা

জীবন-বৈশিষ্ট্যের

ব্যতিক্রমী পিচ্ছিল পংককে বিধৌত ক'রে

জীবনের উদ্দীপনী কৃতি-তৎপরতাকে

বিশাল ক'রে তুলে চলতে পার,—

যে-বিশালতা

যে হৃদয়ের স্পন্দন

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত অনুকম্পায়
উচ্ছল হ'য়ে
ঢেউয়ের মত
দুনিয়ায়
একূল-ওকূল ছাপিয়ে
উত্তাল কৃতিতরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে
সমস্ত জীবনকে ধন্য ক'রে
নিজে ধন্য হয় ;
তাই বলি,
ওঠ, জাগ,
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
আর, ব্যক্তিত্বকে
অঢেল স্বর্গীয় সুরে সন্দীপ্ত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে
কৃতিযুক্ত শান্তির সুষ্ঠু সুষমায়
নিয়োজিত কর—
ইষ্টতপা অনুকম্পা নিয়ে ;
সার্থক হও তোমরা,

সার্থক হোক সবাই—
সঙ্গীতির
শুভনন্দনার
শৌর্য্য-সুরসন্দীপনী অনুকম্পা নিয়ে,—
দুঃখ, আঘাত, বেদনা যা'-কিছু আছে
সব যা'-কিছুকে
নিরাকরণ ক'রে ;
পরমপিতার কাছে
আমার এইতো প্রার্থনা,
এইতো চাহিদা,
তোমরা মানুষ হও,
মহান্ মানুষ হও,
স্বর্গীয় মানুষ হও—
অঢেল জীবনের অধিকারী হ'য়ে ।

আগরতলায় (ত্রিপুরা) অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ৭৪তম জন্ম-মহোৎসব-উপলক্ষে, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৬২ ।
(বাং ১৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৬৮)

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তোমাদের চরিত্র, আচরণ
ও আপ্যায়নী অনুচর্য্যা
যেন সবার অন্তরকেই
মুগ্ধ ক'রে তোলে,
সৎ-নিষ্ঠানন্দিত উজ্জী দীপনা
তোমাদের হৃদয়কে
উচ্ছলতায় অজচ্ছল ক'রে তোলে,
জীবনের দুঃখ, ব্যাঘাত,
অযথা অন্তঃপীড়া
তোমাদিগকে দমিত না ক'রে
অমিততেজা ক'রে তুলুক,
লোককল্যাণপ্রসূ ক'রে তুলুক,
শ্রদ্ধাপূত সুভসম্বর্দ্ধনী কৃতিচলনে
তোমরা অমিত-আয়ু হ'য়ে ওঠ ;
পরম কারুণিক পরমপিতার
শুভ-নিষ্যন্দী ব্যাপন চরণে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আমার একান্তই এই প্রার্থনা।

তোমাদেরই
দীন কল্যাণপ্রার্থী
এই আমি

পূজ্যপাদ বড়দার জন্য বকো সৎসঙ্গ শাখাকেন্দ্রে গৃহপ্রতিষ্ঠা-উৎসব-উপলক্ষে, ১৬ই জুন, ১৯৬২।
(বাং ১লা আষাঢ়, শনিবার, ১৩৬৯)

৭৯

বিশাখার তপিল উচ্ছ্বাস
আবর্ত্তনী গতির আবেগে
ক্রমে-ক্রমে নেমে এল
ধরণীর বুকে—
বিবর্ত্তনী উদ্ভাবনার

প্রভাবান্বিত তাপ
সৃষ্টি করতে-করতে ;
তপিল আবর্ত্তন
এমনি ক'রেই
ঘুরতে-ঘুরতে
নেমে আসতে লাগল,
বাতাসের উল্লোল উদ্যোগ
ক্রমে-ক্রমে ছেয়ে ফেলতে লাগল
এখানে-সেখানে
সব দিক্-দিয়ে ;
সে যেন
শীতকে পরিবর্ত্তিত ক'রে
নিদাঘের দহন-দীপনী তৎপরতায়
মত্ত হ'য়ে উঠল,
সঙ্গে-সঙ্গে
বাতাসের ধমকে-ধমকে
বেজে উঠতে লাগল—
শন্ শন্ শন্ ;

জীবন

উদ্যম-বিভোর হ'য়েও

ক্লান্তিশিথিল হ'য়ে

সত্তাকে

বিশ্রামে রাখতে সুরু ক'রে দিল,

তা'র প্রকৃতিই—

সত্তাকে স্বস্থ ক'রে রাখতে,

সন্দীপনার দীপন তৎপরতায়

সে ব্যস্ত রাখতে চায় তা'কে,

কিন্তু বিধ্বস্ত হ'তে দিতে চায় না ;

প্রকৃতির

যেমনতর গতিই আসুক না কেন,

সে চায়—

সত্তার শুভ-সংস্কৃতির

সুগম তৎপরতা,

শ্রম ও বিশ্রাম

সে দুই-ই চায়

তা'র উপযুক্ত সময়ে

যেখানে যেমন প্রয়োজন ;

বৈশাখের মাঙ্গলিক ঊষা
মঙ্গলের অন্তঃস্থ তাপদীপনা
হাসতে-হাসতে
প্রতিপদক্ষেপে
পলে-পলে
এগিয়ে এসে
হাসির লহরে
রাগদীপনায়
নিদাঘের সৃষ্টি ক'রে তুলল,
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে
প্রকৃতির অন্তরকে
উৎসেচিত ক'রে
প্রতিটি সত্তায়
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
বোধবিনায়নী ধী নিয়ে
কৃতিসম্বেগে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর

তেমনিই উচ্ছ্বাস-উৎসারণার
সৃষ্টি ক'রে চল্‌ল ;
এই উৎসারণা আবার
কোথাও উদ্দীপনা,
কোথাও বিস্তারণা,
কোথাও আবার
সন্দীপনী বিভাবনা ;
যা'তে যেখানে
যেমন ক'রে
স্থিতির ধৃতিচর্য্যা বজায় থাকে—
স্বস্থ-সুন্দর হ'য়ে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
উল্লোল হ'য়ে ওঠে—
প্রকৃতি তেমনি ক'রেই
তা'কে পালন ক'রে নিয়ে চলে ;
যেখানে ব্যতিক্রমদুষ্টি
বিপর্য্যয়ও সেখানে তেমনতর,
আবার, বৈধী তাৎপর্য্যের

বিহিত উদ্দীপনা
তা'কে সংযত ক'রে
তেমনি বিনায়নে
তা'কে সংস্থ রেখে চলেছে ;
এই ধরা-রাখা-থাকার ভিতর-দিয়ে
দুনিয়াটা যেন চিরদিনই
তাথৈ-তাথৈ ভাবে চলেছে,
সাত্বত সঙ্গীতের সুরে
সে সবার সঙ্গে
মিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে
সব নিয়ে
সব দিয়ে
সব রেখে ;
এই নেওয়া-দেওয়া-রাখার শিষ্টাচার
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
যেখানে লীলায়িত,—
স্থিতিও সেখান সংস্থ হ'য়ে
সলীল গতিতেই চলতে থাকে—

সত্তা দিয়ে
রকমগুলিকে
নানারকম ব্যাখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে ;
তাই বলি,
ঐ নিদাঘ এল,
এখনও ওঠ,
এখনও জাগ,
এখনও কর—
স্বস্তিপ্রসূ যা'
তা'কে ধ'রে রাখতে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'
তা'কে বর্জ্জন করতে ;
এমনি ক'রেই বিভব আসুক—
বিভূতির শাশ্বত হাসিতে
উচ্ছল ক'রে তুলে সবাইকে,
স্মৃতিকে সংহত ক'রে,
সঞ্জীবিত রেখে,
সন্দীপনী তৎপরতায়

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আরোর পথে বিনায়িত ক'রে ;

এমনি এগিয়ে চল,

কর,

হও,

থাক,

বাড়,

আর, এই সবটা নিয়ে

আরো-আরো-আরোর পথে চলতে থাক,

এই আরো চলার অদূরেই

অমৃত অপেক্ষা করছে তোমার জন্য ;

তাই,

কত ছন্দে

কত রকমে

কত নাচনে

জননী প্রকৃতি

যা'র যেমন প্রয়োজন

তেমনতর ক'রেই তা'কে রাখতে চায় ;

তাই বলি,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ব্যতিক্রমবিধ্বস্ত হ'তে যেও না,
হর্ষদীপ্ত থাক,
সুক্রিয় হ'য়ে থাক—
সব অবস্থায়
সব দিক-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিজেকে ;
আর, নীলিমাকে অতিক্রম ক'রে দেখ—
সব নর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
প্রতি নর্ত্তনাকে
প্রতি ক্ষণদেবতাকে—
নর্ত্তনবিভোর তাৎপর্য্যে
লালন-নৃত্যে
পালন-প্রদীপনায় ;
সুদূরে দৃষ্টি ও শ্রবণ লাগিয়ে
দেখ, শোন—
প্রকৃতি
ভরদুনিয়াকে কাঁপিয়ে বলছে—
'ব্যোম্ বিশ্বনাথ' ;

আর, অন্তশ্চক্ষু নিয়ে
উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাক—
'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥'
আর, ঠিক মনে রেখো—
জীবনের পথ ঐ-ই;
ঐ নিষ্ঠানন্দিত চলনে
প্রত্যেকে সুখী হও,
সম্বৃদ্ধির পথে চলতে থাক—
সার্থক সঙ্গীতিশীল তৎপরতা নিয়ে;
প্রতিপ্রত্যেকে
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
তৃপ্তিতে অঢেল হ'য়ে উঠুক—
সহন-বহন-সংরক্ষণী তৎপরতায়,
অন্তরে-বাহিরে
সব দিক-দিয়ে,

আর, ঐ সন্তর্পণী তৃপ্তি
প্রত্যেক রকমে একায়িত হ'য়ে
পরম কারুণিকে
সার্থকতা লাভ করুক ;
আমার একান্ত যিনি,
তাঁ'র কাছে
তোমাদের প্রত্যেকের জন্য
এই প্রার্থনা—
সুষ্ঠু ও শুভ চলনই
তোমাদের পথ হোক,
সুকৃতিই তোমাদের তপ হোক,
শুভ দৃষ্টিই
তোমাদের প্রত্যেক দৃষ্টিতে
অধিষ্ঠিত থেকে
যিনি এক অদ্বিতীয়
তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
ঐকতানিক সাত্বত সুরনন্দনায় ;
আর, তোমাদের ঐ দৃষ্টিই

পরম-পুরুষের দৃষ্টিকে আহরণ ক'রে
শুভ সন্দীপনার পরম মাধুর্য্যে
তোমাদিগকে মধুময় ক'রে তুলুক ;
বল—
স্বস্তি,
আবার বল—
স্বস্তি,
উত্তাল নন্দনায়
স্বস্তি ছেয়ে উঠুক,
ছাপিয়ে উঠুক—
বিশ্বের কানায়-কানায়।

নববর্ষ উপলক্ষে, ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯।
(ইং ১৫।৪।১৯৬২, রবিবার)

বজ্রের বিকট গর্জ্জন,
চপলার চপল লাস্য,
ঝঞ্ঝার পাগল নৃত্য,
যা' স্বস্তিকে ব্যাহত ক'রে
কত জীবনের প্রাণধারাকে
অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে,—
প্লাবন-উচ্ছ্বাস
যা' কত অসহায় কাতর জীবনকে
চ্যুতির গহ্বরে এনে
উৎখাত ক'রে ফেলেছে,
কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে
তা'র ইয়ত্তা নেই,—
দুর্দ্দিনের
এমনতর উচ্ছল উদ্ভবেও
মা আমার থামেননি,
তিনি চ'লে এসেছেন

সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে
রক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করতে ;
এই মা'র আবাহনের
প্রথম আসন হ'চ্ছে—
বোধনবেদী,
যা'তে বিল্ববিভা
বেলায়িত উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হ'য়ে
মায়ের বোধনে
বোধনের বোধদীপালী নিয়ে
নিঃশব্দ প্রতীক্ষায়
অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
বোধনবৃক্ষ তা'ই—
যা' মায়ের বোধকে জাগিয়ে দিয়ে
জীবনধারণ
ও জীবনরক্ষণার ঐশ্বর্য্যগুলির
বোধে উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'রই সুবিনায়নে
অন্তরের থেকে গেয়ে ওঠে—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি
যশো দেহি দ্বিষো জহি" ;
বোধবিধায়িত তাৎপর্য্য নিয়ে
মা আমার
শ্রীজীবনের চর্য্যারতা হ'য়ে
যা'তে আমাদের ব্যক্তিত্বটি
সুঠাম সুন্দর হ'য়ে ওঠে—
তেমনতরই ক'রে থাকেন ;
মা'র পূজা
বলিতে হয় না
মা'র পূজায় বলি হয়,
বলি মানে—বর্দ্ধন ;
তাই বলি—
মাকে ডাক,
তোমার বোধনদীপ্তির ডাকে
আগ্রহ-উদ্দীপনী তৎপরতায়
আবাহন কর,
আসন দাও,

আর, ঐ বিল্ববেদীতে
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা কর ;
এই যদি করতে পার—
মায়ের ঐ মূর্ত্তিতে
প্রাণনস্মৃতির প্রতিষ্ঠা হবে,
ঐ নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ
তোমাকে সর্ব্বতোভাবে
উচ্ছল ক'রে তুলে
শ্রীমান্ ক'রে দেবে ;
তুমি ওঠ,
জাগো,
এখনও জাগো,
আর অবশ হ'য়ে থেকো না,
বিকৃত বিধি নিয়ে চ'লো না,
যা'তে প্রত্যেকে
প্রত্যেকের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
এমনতর চলনে চল ;
এই চলনের ভিতর-দিয়েই

শ্রী আসবে,
আর, ঐ শ্রীই তো
মায়ের রূপ,
প্রাণমাতানো ডাকে তাঁ'কে ডাক,
উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনায়
তাঁ'কে আবাহন কর,
আর, তাঁ'তে অবগাহন কর—
তোমার প্রাণের উৎসর্জ্জনা নিয়ে,
যা'তে মা আমার
তোমার অন্তস্তলকে স্পর্শ ক'রে
সর্ব্বাঙ্গে
উজ্জ্বল শ্রীতে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠেন;
তুমি সন্তান—
মায়ের প্রতীক তুমি,
এই তোমরা যদি
অমনতরভাবে
মাকে আবাহন না কর,

মাকে প্রতিষ্ঠা না কর,—

মা কি তোমার

অন্তঃস্থ মাতৃসত্তাতে

অবদলিতা হবেন না ?

তুমি কি

নিঃস্ব হ'য়ে উঠবে না ?

দুর্ব্বল হিংস্র হ'য়ে উঠবে না ?

তাই বলি—

জাগো,

আবার বলি—

জাগো,

এখনও বলি—

জাগো,

জেগে ওঠ,

প্রাণন-সন্দীপনায়

মাকে আবাহন কর—

প্রদীপ্তির পূর্ণ উদাত্ত উৎসর্জনায়,

তোমার সব যা'-কিছুকে সংহত ক'রে

নিরন্তর মাতৃপূজায় বিনিয়োগ ক'রে,—
তা' সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে—
কর্ম্মে,
ধর্ম্মে,
উদ্দীপনী রাগদীপনায়,—
যা' দিয়ে
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা
তোমার অন্তরে হ'য়ে ওঠে ;
মা আমার
অসুরদলনী,
আনন্দময়ী,
চেতনার অতিশায়নী উদ্দীপনা,
সত্তার
সাত্বত সন্দীপনী পরম তীর্থ,
তুমি এস,
তুমি এখনও আমাদের ধর,
আমরা জানিনি মা !
বুঝিনি মা !—কিছু,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হাত ধ'রে আমাদের শিখিয়ে দাও,
সার্থকতায় আমাদের উন্নীত ক'রে তোল,
আমাদের
বোধনবেদীতে
চিরজাগ্রত ক'রে দাও,
আমরা দুর্ব্বল না হই,
কাপুরুষ না হই,
আমাদের ক্লীবচলনকে
অন্তর্নিহিত ক'রে দাও ;
মহাশক্তির সন্তান—
আমরা যেন প্রত্যেকেই
বোধবিনায়িত মহাশক্তির
অধিকারী হ'য়ে উঠি,
জীবন তৃপ্তিতে ভ'রে উঠুক,
দীপ্তিতে ভ'রে উঠুক,
ধৃতি ও কৃতির
পরম আবাস হ'য়ে উঠুক,
বেদ, জ্ঞান, বিজ্ঞান

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

জ্বলন্ত হ'য়ে উঠুক সবার অন্তরে,
ঐ শিষ্ট বোধনদীপ্ত আসনে
তুমি চিরজাগ্রত হ'য়ে থাক,
আর, আমরা প্রাণ খুলে বলি—
যা দেবী সর্ব্বভুতেষু
বোধক্রিয়া-সমন্বিতা।
চেতনস্থিতিরূপেণ
দেব্যৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥

৺বিজয়া-উপলক্ষে, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।
(বাং ১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৯)

৮১

বড় খোকা !
আজ তোমার জন্মদিন,
তুমি দুনিয়ায় নেমে এসেছিলে
এমনতর একটি দিনে

ঐ তোমারই মায়ের কোলে,
প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—
জীবনের উচ্ছল আয়ু নিয়ে
তুমি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যেকের দীপ্তি-দীপালী
তোমার অন্তঃকরণে জ্ব'লে উঠুক,
প্রত্যেকের তৃপ্তি
তোমার জীবনের তৃপ্তি-অর্ঘ্য হো'ক্ ;
মায়ের প্রতি কৃতিনিপুণ ভক্তি
জীবনের একটি পরম আশীর্ব্বাদ,
তুমি সেই আশীর্ব্বাদদীপ্ত পুরুষ ;
তুমি সুখে থাক,
পরিতৃপ্ত হও,
আর, সবাই
তোমার পরিচর্য্যায়
শুভসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
প্রীতির সেই উচ্ছল দীপ্তি

তোমাকে পুষ্ট ক'রে
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
পরাক্রমী ক'রে তুলুক,
সুন্দর শুভ ক'রে তুলুক,
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপই যেন
সবাইকে উচ্ছল ক'রে
উচ্ছল সন্দীপ্ত হ'য়ে পড়ে,
আর, সবার অন্তঃকরণের ভিতর-দিয়ে
তৃপ্তির সুরধ্বনি ব'য়ে যাক্—
সুরসম্পাদনী
শুভদীপ্ত সুন্দরের
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়,
ব্যক্তিত্বের ভক্তিদীপ্ত প্রাণনদীপনায়
আমার
পরমপিতার কাছে
একান্ত প্রার্থনাই এই—
তুমি সুখে থাক,
তুমি শুভসন্দীপ্ত হও,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সবাইকে শুভসন্দীপ্ত ক'রে তুলে
তেমনি জীবনপথে চলতে থাক,—
আয়ুর অঢেল উচ্ছ্বাস নিয়ে
চিরায়ু হ'য়ে।

....

পূজ্যপাদ বড়দার জন্মতিথি-উপলক্ষে, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬২।
(বাং ২রা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৯)

৮২

যিনি ভরদুনিয়ার
সাত্বত জীবন
তাঁর কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা—
এই সাত্বতী
প্রতিপ্রত্যেককে যেন
উজ্জয়িনীর ধ্রুপদগতিতে
জীবনে উচ্ছল ক'রে তুলে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তা'র সার্থকতাকে
উদ্ভাসিত ক'রে চলে ;
পরম কারুণিক !
প্রতিটি সত্তাকে
তুমি তোমার এই দয়াদীপ্তিতে
উচ্ছল ক'রে তোল—
তা' ভাবে, কর্ম্মে
এবং অনুশীলন তাৎপর্য্যে,
প্রীতিমুগ্ধ বিজ্ঞতার
সুষ্ঠু অভিসারে।

সাত্বতী পত্রিকার ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ-উপলক্ষে, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬২। (বাং ৯ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৬৯)

৮৩

মানুষই বল,

কোন জীবই বল,

আর, ভরদুনিয়ার যা'-কিছুই বল,—

সবারই অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে জীবন,

এই জীবনই

শতধা হ'য়ে

অলখ-উদ্দীপনায়

সবকে অস্তিত্বের অধিকারী ক'রে

সত্তাকে সার্থক ক'রে তুলেছে,

আর, এই সার্থকতা সেখানে—

যেখানে আমরা

উচ্ছল হ'য়ে

কৃতিদীপ্ত সাধনায়

বিহিত ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে

সৌম্য-শিষ্ট হ'য়ে থাকি,

শিষ্টাচারের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—

সেই অনুশাসনে চলা,—
যে-অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
সবকে আপন ক'রে
নিজেকে উৎসর্জ্জিত ক'রে তোলা যায় ;
তাই বলি,—
সবাইকে ভালবাস,
অনুকম্পী হও,
পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে ওঠ,
এবং আঁতিপাতি ক'রে খোঁজ—
জীবনের ঐ স্থৈর্য্যশীল আকৃতি ;
নিজে সার্থক হও,
আর, এমনি ক'রে
সবাইকে সার্থক ক'রে তোল,
এই সার্থকতাই পরম পুণ্য,—
যা' অস্তিত্বকে
অটল সন্দীপনায়
আরো-আরো
আয়ুষ্মান হওয়ার পথে নিয়ে যায় ;

তুমি সুখী হও,
তোমরা সুখী হও,
তোমার পরিবেশ
যদি সুখী না হয় তোমার দ্বারা—
দূরদৃষ্ট কিন্তু সেখানেই ;
তাই বলি,—
অমৃত-উৎসর্জ্জনা
তোমাদিগকে স্থিতিসুন্দর ক'রে রাখুক,
পরমপিতার কৃপায়
তোমাদের এই আত্মিক জীবনকে
ঊর্জ্জনাদীপ্ত ক'রে
আরো-আরো জীবনের পথে
নিয়ন্ত্রিত করুক,—
এই আমার একান্ত প্রার্থনা

কৈলাসহরে (ত্রিপুরা) অনুষ্ঠিত পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ৭৫তম জন্ম-মহোৎসব-উপলক্ষে, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৩।
(বাং ১৪ই মাঘ, সোমবার, ১৩৬৯)

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

৮৪

বৈশাখের নিদাঘ-উর্জ্জনা
বিশাখার বিপুল উচ্ছলায়
ভরদুনিয়াকে তাপদিগ্ধ ক'রে
জীবনের উৎসর্জ্জনাকে
উচ্ছল ক'রে তুলছে—

জীবনকে
ব্যাহৃতির বিপুল নর্ত্তনে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
তাপবিস্ফোরণী তাৎপর্য্যে
ধৃতিমান কৃতির উচ্ছলায়
সব যা'-কিছুকে
নিদাঘ-নন্দনায়,—

যে-নন্দনা
জীবনস্রোতকে উদ্দীপ্ত ক'রে
আরো সচ্ছল ক'রে তোলে,
তা'কেই সার্থক ক'রে তোলে—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ভৌম উচ্ছলায়
সুন্দর সমীচীন তাৎপর্য্যে,
ঐ তাপদিগ্ধ নিদাঘের
ব্যাকুল নর্ত্তনাই কিন্তু
দহনদীপনী তৎপরতায়
মানুষের বাঁচার আকূতিকে
উচ্ছল ক'রে দিয়ে চলতে থাকে
তাপের দিন
সবকে তপনদীপ্ত ক'রে তুলে
নিষ্ঠানিবাহী ঊর্জ্জনায়
আরোর পথে
নিয়ে চলতে থাকে—
ভালমন্দকে অতিক্রম ক'রে
সাত্বত বিস্তৃতির পথে ;
মন্দকে বর্জ্জন ক'রে
সত্তা চায়
ভালকে আলিঙ্গন করতে,
এমনি ক'রেই সে চলেছে—

সঙ্কোচনার
শীতল সংকীর্ণতাকে এড়িয়ে ;
এই দীপন তৎপরতাই আবার
সব যা'-কিছুকে
সঙ্গতি-সমাসীন ক'রে
উচ্ছল উদ্দীপনায়
দীপ্তিবিভোর ক'রে তুলে থাকে—
বিহিত বিনায়নে,
কৃতি ও ধৃতির
ধারণপালনী সম্বেদনায় ;
তাই, আমরা
নানা অবস্থার ভিতর-দিয়ে
নিষ্ঠানিবেশী আনন্দে
আঘাত-ব্যাঘাতকে স'য়ে
বা এড়িয়ে
সম্বর্দ্ধনায় জেগে উঠি—
সামর্থ্য-সন্দীপনায় সুনিবিষ্ট হ'য়ে ;
থাকতে চাই আমরা সবাই,

বাঁচতে চাই আমরা সবাই,

আর, এই থাকা

ও বাঁচার ভিতর-দিয়ে

যে-সব কৃতি-সন্দীপনা

আমাদিগকে জাগিয়ে রাখে

জীবনে,

উচ্ছল ক'রে রাখে কৃতিজীবনকে,—

তা'কে

আরোতর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে

নিজেরা সার্থক হ'য়ে উঠি,

যা'র ফলে—

পারগতা

পারিজাত হ'য়ে

আমাদিগকে অভ্যর্থনা ক'রে থাকে,

নমস্য ক'রে তোলে,

পূজনীয় ক'রে তোলে ;

তাই বলি—

নিথর হ'য়ে থেকো না,

ওঠ,

জাগ,

বিপুল উর্জ্জনায় ক'রে চল—

অস্খলিত নিষ্ঠানিবেশ-সৌন্দর্য্যে

সমাহিত হ'য়ে,—

যা'

শত সংঘাতেও বিঘ্নিত হয় না ;

দিগন্তের অসীম দীপনা

আমাদের প্রতিটি সত্তাকে

বিকাশদীপ্তিতে

নানারকমে উদ্ভিন্ন ক'রে

বেঁচে থাকা

ও বেড়ে চলার আকূতিকে

আকুল স্রোতে টেনে নিয়ে চলেছে,

আমরা যাচ্ছি

চলছি—

তা'রই আনন্দে ;

তাই বলি—

নীরব হ'য়ে থেকো না,
প্রত্যেকে
হৃদয়ের দরজা খুলে
যখন যেমনতরভাবে
ঐ সমীরণকে
স্মরণ করতে পার—
তা'রই ব্যবস্থা ক'রে
সাত্বত বিধায়নাকে
বিধিদীপ্ত ক'রে
সঙ্গতির শুভচর্য্যায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল ;
আবার বলি—
ওঠ,
জাগ,
নীরব হ'য়ে থেকো না,
কৃতিমুখর হ'য়ে চল,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
নিজেকে অস্খলিত ক'রে তোল,

আর, ঐ নিষ্ঠা
আনুক ধর্ম্ম,
আনুক জ্ঞান,
আনুক প্রীতি,
আর, তা' পরিব্যাপ্ত ক'রে তোল
ভরদুনিয়ার ভিতর-দিয়ে,
প্রত্যেকে যেন তোমার হয়,
তুমিও প্রত্যেকের হ'য়ে ওঠ,
এই হওয়ার আনন্দে
বিভোর হ'য়ে ওঠ—
আরো-আরো-আরোর পথে ;
সুখী হও তুমি,
সুখী হও তোমরা,
সুখী হোক্ সবাই,
সম্বর্দ্ধনার চারু সঙ্গীত
ধৃতি-বিকশনায়
প্রত্যেকের অন্তরে গেয়ে উঠুক—
'ঈশ্বর ! তোমার জয় হোক্',—

প্রতিপ্রত্যেকের অন্তঃকরণে
কৃতির দীপালী-নর্ত্তনায়
সার্থকতার সুন্দর আবাহনে
জীবনের বরণ-বিধৃতি নিয়ে
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-দ্যোতনায়।

নববর্ষ পুরুষোত্তম-স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৬৩।
(বাং ১৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৯)

৮৫

তোমাদের ইষ্টনিষ্ঠা অস্খলিত হোক,
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক
তোমাদের অন্তর-আবেগ,—
যা' কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
সমস্ত পরিবেশকে
উচ্ছল ক'রে তোলে—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উৎসাহের অদম্য অভিসারে,
অসৎনিরোধী তপ-তপিত অভিদীপনায়,
আর, তৃপ্তির প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রত্যেকের তৃপ্তিকে
উচ্ছল ক'রে দিয়ে
প্রত্যেক-তোমাতে
অঢেল হ'য়ে উঠুক ;
সার্থক হও তুমি,
সার্থক হোক তোমার পরিবেশ,
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমাদের দেশও—
দীপালী-নন্দনায়,
সত্তার শুভ-সন্দর্ভে ।

দিল্লী কালীবাড়ীতে সৎসঙ্গ-সম্মেলন-উপলক্ষে, ১লা এপ্রিল, ১৯৬৩ ।
(বাং ১৮ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৬৯)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৮৬

মা আমার শারদা,
এই শরৎকালেই
তাঁর আবির্ভাব
উচ্ছল হ'য়ে থাকে,
তিনি জগন্মাতা,
অসৎ-নিরোধী প্রচণ্ডা ;
ভর-দুনিয়ার যত বিক্ষোভ, ব্যতিক্রম—
যা' মানুষকে
বিব্রত ও ব্যস্ত ক'রে তোলে,
জীবনে সংকীর্ণ ক'রে তোলে,—
সেগুলি যখন নিরোধ করতে হয়—
মা আমার প্রচণ্ডা ;
প্রচণ্ডা হ'লেও
তাঁর সন্ততিগুলিকে
পরম সার্থকতায় বিনায়িত করতে
তিনি অদ্বিতীয়া ;

মাকে যদি আবাহন কর,
আর, আবাহন করাতে
তোমাদের অন্তরের তৃপ্তি
দীপনরাগরঞ্জনী হ'য়ে ওঠে,—
তাঁ'র প্রত্যেকটি সন্তানকে ভালবাস—
যেখানে যেমন ক'রে চললে
তা' সাজে ;
বিকৃতির আসনে তা'দের রেখে—
নির্য্যাতন-শয্যায় তাঁ'কে বিব্রত ক'রে—
মাতৃস্নেহ কি
মানুষ পেয়ে থাকে কখনও ?
মায়ের ভাবমূর্ত্তি,
দিব্য বরাভয়বোধিনী
স্বস্তিসন্ধিক্ষু অনুদীপনা,
অন্তঃস্থ চক্ষুদ্যুতি,
সর্ব্বাঙ্গের
তদনুগ উচ্ছল ও উজ্জ্বলা
প্রখর দীপালী-দৃষ্টি,—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মানুষের অন্তঃস্থ প্রকৃতিকে
যা'
সাম্য, সুধী ও সন্দীপনী ক'রে তোলে—
অসৎকে নিরোধ ক'রে
সৎকে সাম্য ক'রে
সুন্দর ক'রে তোলে—
মা'র স্বাভাবিক আশীর্ব্বাদ তো তা'ই,
তা'ই তো সত্তাসংরক্ষণী অনুশাসনবাদ ;
মা'র তিরোধান হয় বিজয়ায়—
বিহিতভাবে জয়ের
জিত প্রহরণে
জীবনকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে,
দীপ্ত ক'রে তুলতে,
তেমনি, সিক্ত সুধী ক'রে তুলতে ;
মাকে যদি ভালবাস,—
নিষ্ঠার উদ্যম-উদ্দীপনা
ভজনদীপনী তাৎপর্য্যে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সুষ্ঠু প্রীতি-পরিচর্য্যায়
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
সেগুলি ফুটে উঠবে—
ব্যষ্টিগতভাবে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
এই সঙ্গসন্দীপনী সংহতি
এনে দেবে ভক্তি,
এনে দেবে তৃপ্তি,
এনে দেবে পরাক্রম,
এনে দেবে পরিচর্য্যা,
যা'র ফলে—
অশিষ্ট যা'
তা'কে দূর ক'রে দেবে,
শিষ্ট যা'
তা'কে সংহত ও সুষ্ঠু ক'রে
অসৎকে মোচন ক'রে তুলবে ;
যদি মাকে চাও,—
অন্তঃকরণে বেশ ক'রে দেখ

তোমার দেশকে
তোমার সাম্রাজ্যকে—
অন্তরের উৎসব-নন্দনায়,
তোমার লোক-উচ্ছলা প্রীতিনন্দনায়,
কৃম-তৎপরতায়
মাতৃত্বের শুভ-সম্বর্দ্ধনায়,
পাবে স্বস্তি,
পাবে শান্তি,
পাবে
পরাক্রমের বিজয়-উদ্দীপী নন্দন-সন্দীপনা ;
তাই বলি—
ডাক,
প্রাণপণে ডাক,
বিহিত সুনিষ্ঠ অন্তঃকরণে তাঁকে ডাক,
অন্তরের পূজায়
তাঁকে উচ্ছল ক'রে তোল,
তাঁর বাহ্যিক আবির্ভাব
প্রকট হ'য়ে উঠুক—

প্রতিটি হৃদয়ের উদ্দাম উৎসাহে,
কৃতিতপা অর্জ্জনার
উর্জ্জী উচ্ছল উদ্দীপনায়,
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
দীপ্তি জ্ব'লে উঠুক,
সুধাসন্দীপনী শিবধৃতি
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তৃপ্তিবিভোর অন্তঃকরণে
ব্যগ্র উদাত্ত অধিগমন
প্রতিটি বস্তুকে বিনায়িত ক'রে
তা'র বিহিত জীবনীয় ঐশ্বর্য্যকে
প্রতুল ক'রে তুলুক ;
ঐ তো মায়ের দীপালী-সজ্জা,—
যা' প্রতিটি অন্তঃকরণে
কৃতি-উদ্দীপনায়
দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
স্বস্তিগানে বিভোর ক'রে তোলে ;

তুমি এস,
আবার এস,
আরো এস,
প্রতিটি সত্তায়
তোমার ঐ রূপে বিরাজ কর,
তৃপ্তিনন্দনায়
সবাই শিষ্টসুন্দর হ'য়ে উঠুক—
সুষ্ঠুত্বের দীপ্ত আলোকে,
প্রত্যেকে দেখতে পা'ক্—
তৃপ্তির দীপালী
দীপ্ত প্রজ্বলন
সুধাবিকিরণ ক'রে
কেমন ক'রে
মানুষকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলছে,
তুমিও বিভোর হও,
দুনিয়াকেও বিভোর ক'রে তোল—
স্বস্তিসুন্দর তাৎপর্য্যে;
আর, মায়ের জন্য

মায়ের তৃপ্তির জন্য

যেখানে যেমন ক'রে

যা' করা লাগে—

তা'ই ক'রে চল,

সৌষ্ঠব

সামগানমুখরিত হ'য়ে

প্রত্যেকের অন্তঃকরণে

নৃত্য ক'রে বেড়াক,

আর, প্রাণ খুলে তুমিও গাও—

আয়াহি বরদে! দেবি!

ধৃতিকৃতিবিভাবরে!

অচ্ছেদ্যশ্রেয়নিষ্ঠে ! চ

ইষ্টার্থং পরিবেদনি!

আর, এই বোধন

সম্বোধন-তাৎপর্য্যে

প্রত্যেকের অন্তরে

জাগ্রত থাকুক—

কথায়-বার্ত্তায়,

চালচলনে,
বিহিত পরিচর্য্যায়,
যা' সবাকেই
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তোলে ;
আর, বোধন মানেই
বোধসূত্র,
যে-বোধনকে অবলম্বন ক'রে—
অন্তর-বাহিরের যা'-কিছুকে
বুঝেসুঝে চলতে পারা যায়,
ব্যবহার বোধদীপ্ত হয়—
জ্ঞানালোকদীপ্তির সংযত রশ্মিতে,
মা'র ঐশী-সন্দীপনায় ;
সেই অন্তঃকরণ নিয়ে বসবাস কর—
মা যা'তে
তৃপ্তিবিভোরা হ'য়ে ওঠেন,
কৃতিবিভোরা হ'য়ে ওঠেন,
পরাক্রমবিভোরা হ'য়ে ওঠেন ;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মা !

তুমি এস,

এমন রূপে আবার এস—

যা'তে

কা'রো অন্তঃকরণ ছেড়ে

তোমার যেতে না হয় কোথাও,

প্রতিটি সত্তায়

ধৃতিনিপুণ ধর্ম্মের

তোমার ঐ দুন্দুভি বেজে উঠুক—

আলোকদীপ্ত

কৃতি-উচ্ছল সন্দীপনায় ;

মা !

তুমি এস মা !

৺বিজয়া-উপলক্ষে, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

(বাং ১১ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৭০)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৮৭

বড় খোকা !

এই রবিবারে তোমার জন্মদিন,

এই দিনে

এই দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হ'য়ে

তুমি তোমার মাতৃ-অঙ্কে এসেছ,

আর, তাঁ'রই যত্নে

তুমি বড় হ'য়ে উঠেছ ;

আমার আন্তরিক

আকুল আশীর্ব্বাদ এই—

তুমি

এই দুনিয়ার বক্ষে থেকে

সন্দীপনী তাৎপর্য্যে

মানুষকে শ্রেয় পরিবেশণ ক'রে

সবাইকে উচ্ছল ক'রে তোল,

আর, ঐ উচ্ছল সংহতি

যেন তোমাকে

সচ্ছল প্রাণারাম ক'রে তোলে ;
তুমি তৃপ্ত হও,
ভাল থাকার শিষ্ট অভিযানে
উচ্ছলায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ—
তা'দের
সচ্ছল অনুবেদনী অনুনয়নে—
শিষ্ট আলিঙ্গনে,—
যে-আলিঙ্গন
কৃতি-উচ্ছল
উদ্দাম ঐশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়ে
পরাক্রমী তাৎপর্য্যে
মানুষকে মানুষ ক'রে তোলে—
দেবতার দীপ্ত ঔজ্জ্বল্যে ;
তুমি দীর্ঘায়ু হও,
সুদীর্ঘজীবী হও,
সুখী হও,—
শিষ্ট-সুন্দর হ'য়ে
প্রত্যেককে

ঐ শিষ্ট সৌন্দর্য্যে
বিনায়িত ক'রে তোল,

করুণাময় পরমপিতা
তোমার অন্তরকে
সবিতার বরেণ্য আশিস্-উৎসর্জ্জনায়
সবার মঙ্গলঘট ক'রে তুলুন,

শান্তি, স্বস্তি ও সুখদীপ্তি
তোমাকে বেষ্টন ক'রে
শুভসন্দীপনায়
সবাইকে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক
সুখী ক'রে তুলুক,
শুভসন্দীপী ক'রে তুলুক—
কৃতিদীপ্ত আত্মিক ঔজ্জ্বল্যে ;

অমরতার অমৃত হবিঃ
শিষ্ট ও সুষ্ঠু ক'রে তুলুক—
সৎসন্দীপনী তাৎপর্য্যে—
তোমাকে ও সবাইকে,

এই আমার
পরমপিতার কাছে প্রার্থনা।

....

পূজ্যপাদ বড়দার শুভ ত্রি-পঞ্চাশত্তম জন্ম-তিথি-উপলক্ষে,
১৭ই নভেম্বর, ১৯৬৩।
(বাং ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৭০)

৮৮

অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ কর,
তা' সৎ ও সুন্দরকে আলিঙ্গন ক'রে
সত্তাকে
স্মিতসৌন্দর্য্যে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে—
মানবতার আপূরণী তাৎপর্য্যে,
আমি ভাবি—
রাজনীতি তো তাই-ই ;

শিষ্ট হও,
সুন্দর হও,
শ্রেয়দীপ্তি নিয়ে
সবার কাছে
নন্দিত হ'য়ে দাঁড়াও,
তা'র উদ্দীপ্তি
জীবনতৃষ্ণাকে
সার্থক ক'রে তুলুক,
জীবনকে উপভোগ করতে হ'লে
এমনতর চলনে যদি দক্ষ না হও—
সার্থকতা কি তোমাকে
নন্দিত ক'রে তুলবে ?
তাই বলি—
ওঠ,
দাঁড়াও,
যেখানে যেমনতর
ক'রে যেতে হয়
সেখানে তেমনিই ক'রে যাও—

শিষ্ট সন্দীপনী তৎপরতায় ;
মানুষকে সুখী কর,
সুখী হও,
তৃপ্তি
দীপ্তি নিয়ে
তোমাদের দীপালি-আবাহনকে
'স্বাগতম্' ব'লে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত করুক,
রাজনীতি রঞ্জনদীপ্ত হোক্ ;
দীন আমি,
চাহিদা আমার এইটুকু
তোমাদের কাছে।

শিলচর (কাছাড়) ও উদয়পুরে (ত্রিপুরা) পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ৭৬তম জন্মমহোৎসব-উপলক্ষে, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৬৪। (বাং ১৭ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৭০)

৮৯

শিক্ষা—

যা' জীবনকে সম্বিনায়িত করে—

তা'ইতো জীবনের শিখা,

সে আনে বোধ,

সে আনে বিনয়,

সে আনে শিষ্ট সঙ্গতি,

সে আনে কৃতিদীপ্ত স্বস্তিসম্ভার,

আর, এর ব্যতিক্রম আনে

বীভৎস বিন্যাস ;

শিক্ষা

বোধবিনায়িত

সুসন্দীপনী নিয়মনে

সত্তাকে উচ্ছল ক'রে তোলে,

স্বস্তি

তা'র সমীচীন ব্যবহারে সিদ্ধ হ'য়ে

বোধদেবতার প্রসাদে

কৃতিদীপ্ত উচ্ছলায়
সন্দ্দীপ্তই হ'য়ে ওঠে,
তৃপ্তি
তা'র পরিতৃপ্তি নিয়ে
জীবনকে
সমীচীন, সিদ্ধকাম, দীপ্ত ক'রে
লোকজীবনকে
বোধশিখায় বিনায়িত ক'রে
তাৎপর্য্যে সার্থক ক'রে তোলে ;
এই সার্থকতাই তো
স্বস্তির আবাহন।

কলিকাতা মহাজাতিসদনে শিক্ষা ও গণসংস্কৃতি-সম্মেলন-উপলক্ষে,
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪।
(বাং ৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৭০)

৯০

দিনগুলি
ক্রমপদক্ষেপে
মাসে পরিণত হয়,
এই মাসের আগমনই
আবাহন করে ঋতুকে,
প্রত্যেক ঋতুর শিষ্ট নাচন
প্রত্যেক রকমের,
জীবনের সুখদুঃখের তালে-তালে
সেইগুলিই যেন
নেচে-নেচে চলছে ;
ঐ চলনে চলতে-চলতে
আবার এল বৈশাখ—
নিদাঘের সৌরদীপ্তি নিয়ে ;
বৈশাখ মানেই আমার মনে হয়—
যে একক,
যা'র কোন শাখা নাই,

তা'র আগমনে
উচ্ছল উন্মাদনায়
ঘূর্ণিবায়ুর পরিক্রমা নিয়ে
ক্রমে-ক্রমে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে
নিদাঘের তৃষ্ণার্ত্ত অনুচলন ;
যে দিন যেমনতর,
যে মাস যেমনতর,
সওয়া-বওয়া যা'র যেমন,—
তেমনি ক'রে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
তৃপ্তির আধান ও উদ্যমকে
উচ্ছল ক'রে তুলে
সেগুলিকে উপভোগ করা যায়—
তা' শিষ্টভাবেই হো'ক,
আর, নিদাঘ-নর্ত্তনের ভিতর-দিয়েই হোক ;
আমাদের চলন
আমাদের বলন

আমাদের আপ্যায়নী উৎসর্জ্জনা
যেমনতর তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টীপূত সন্দীপনায়,
পরিবেশও আমাদের প্রতি
তেমনতর হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, পরাক্রমও
যত মিষ্টি হ'য়ে ওঠে,
যত তীব্র হ'য়ে ওঠে,
উচ্ছল দীপ্তিময় হ'য়ে ওঠে—
মানুষের জীবনদীপালী
তেমনি ক'রে
জ্বলন্ত তাৎপর্য্যে
সুখ বা দুঃখের অধিকারী ক'রে
সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতায়
জীবনকে
উচ্ছল বা অবশ ক'রে থাকে,
আর, পরাক্রম হ'চ্ছে—
অসৎ-উৎসর্জ্জনী যা'-কিছুকে

কিছুতেই গজিয়ে তুলতে না দেওয়া ;

তাই বলি—

হিসাব রাখ মনে,

পরিবেশকে বেশ বিনায়িত ক'রে বোঝ,

এবং তা'দিগকে তা'ই কর—

যা'তে তা'রা

পরিতৃপ্ত হ'য়ে ওঠে তোমাতে,

স্বস্তি

ভ্রান্তিকে আর ডেকে আনবে না তাহ'লে,

আর, ভ্রান্তিই যদি

মানুষকে ব্যাহত ক'রে না তোলে—

শিষ্ট সন্দীপনা তা'র কাছে

আপনিই এগিয়ে আসবে ;

সুখী হ'তে যদি চাও—

পরিবেশকে সুখী কর,

পরিবেশকে যদি সুখী না কর—

তুমি একাই

সুখভোগ করতে চাও—

তা' কিন্তু হ'য়ে উঠবে না,
তা' কিন্তু উচ্ছন্নের দিকেই
নিয়ে চলতে থাকবে ;
তাই বলি—
জাগ, নজর দাও,
সেই নজর-অনুপাতিক
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর
সপরিবেশ তোমাকে—
পরাক্রমের বিহিত নর্ত্তনায়
নন্দনার বিহিত উর্জ্জনায়,
চর্য্যার বিহিত আলিঙ্গনে,—
যা'তে সবাই সুখী হয়,
তুমিও সুখী হও,
নববর্ষ
সবার কাছে নবীন হ'য়ে উঠুক—
আনন্দের উত্তাল উদ্দীপনায়,
শিষ্ট সম্বেদনায় ;
পরমপিতার আশিস্‌ধারা

অজচ্ছলভাবে

তোমাদের অন্তরে নেমে আসুক !

নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৪।

(বাং ১লা বৈশাখ, ১৩৭১)

৯১

বড় খোকা !

আজ তোমার জন্মদিন,

শুভক্ষণে

তুমি আমাদের বংশে এসে

আমাদিগকে সার্থক ক'রে তুলেছ,

লোকজীবনে তুমি

নিষ্ঠাসন্দীপনী আলোক হ'য়ে থাক—

যা'তে অন্যের বেদনায়

তুমি তা'দের ব্যথাহারী হ'তে পার,

দেখো—
যা'তে লোকজীবন
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপ্ত
একসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
সবাই সবার দরদী হ'য়ে ওঠে,
আর, অভাব-অভিযোগ
যা'ই হোক না কেন—
তুমি কৃতিমান দরদী হ'য়ে উঠে
যা'তে প্রত্যেকেই
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে
তা'ই ক'রো,
আর, তাই-ই
তোমার সম্পদ্ হ'য়ে উঠুক,
আমিও তা'ই চাই ;
তোমার জীবনদীপ্তি
সবার অন্তঃকরণকে
আলোকিত ক'রে তুলুক,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দর্শন

শিষ্টসুন্দর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের সহিত
যা'তে কৃতিজগতে
সার্থকতায় সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে—
তেমনি ক'রে তা'ই ক'রো,—
যে কৃতি-মূর্চ্ছনা
দেশের প্রত্যেককে
শিষ্টসুন্দর সংহতিশীল
ও প্রীতিপূর্ণ ক'রে
জীবনকে
জ্যোতিঃ-উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে—
বোধি-দীপালীর দীপ্ত আলোকে
কৃতির পুণ্য পরিবেষণে,
বুঝে রেখো—
সার্থকতা তো সেখানেই তোমার ;
তুমি ভ্রাতৃবৎসল হও,
ভগিনীবৎসল হও,
ক্ষমতার ক্ষেমপ্রভায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পরিজন-বাৎসল্যে
তোমার হৃদয় উচ্ছল হ'য়ে চলুক—
স্মিত সমীক্ষা নিয়ে,
তোমার জীবন
মানুষকে যেন
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপ্ত ক'রে তোলে,
সার্থক ক'রে তোলে,
কৃতি-মূর্চ্ছনায় সকলকে
শুভসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
উজ্জ্বল ক'রে তোলে ;
পরমপিতার কাছে প্রার্থনা—
তোমার মা
সুদীর্ঘ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকুক,
তুমি যেন
সুদীর্ঘ জীবন পেয়ে
সবা'কে
সৌষ্ঠবসৌন্দর্য্যে
স্মিত ক'রে তুলতে পার—

তাঁ'র আশিস্-উচ্ছল
সন্দীপনী তাৎপর্য্যে,
তুমি তাই-ই ক'রো—
কৃতিদীপ্ত অনুকম্পা নিয়ে
প্রত্যেকের প্রতি,
প্রকৃতির মঙ্গল-আশিস্
যেন তোমাকে
শুভ-সন্দীপনায়
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
সবাই সার্থক হোক
তোমাকে দিয়ে,
আর, তাদের ভিতরে সার্থকতা এনে
তুমিও সার্থক হ'য়ে ওঠ,
পরমপিতার আশিস্-উদ্দীপনা
প্রীতি-প্রদীপনায়
মাঙ্গলিক দীপলাস্যে
সব যা'-কিছুকে
সবাইকে সার্থক ক'রে তুলুক,

আর, তা'তে তুমিও
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
এই আমার আশিস্ ।
—তোমার বাবা

পূজ্যপাদ বড়দার শুভ চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২০শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৭১
(ইং ৫।১২।১৯৬৪)

৯২

মা !
সেই আশ্বিনের
আবার আবির্ভাব হ'ল,
দেবীপক্ষের
উচ্ছল ঊর্ম্মি-বিকিরণায়
দীপ্তি-অভিসারে

প্রকৃতির ধৃতি-তৎপরতায়
সবাই যেন
'মা ! মা !' ব'লে
উচ্ছল হ'য়ে উঠছে,
আনন্দ-উদ্বেলনী তৎপরতায়
সবাই বলছে—
'মা আবার এল',
মায়ের আগমনী তৎপরতা
মানুষকে উদ্দাম উর্জ্জী ক'রে তুলছে ;
সবাই যে মাকেই চায়,
মা ছাড়া আর
গতিই বা কী আছে কা'র !
সে
অভাবকে
আপূরণী তৎপরতায়
নিঃশেষ ক'রে
উচ্ছল দীপনায়
উন্মাদ উদ্দীপনায়

আসবে ;

মা আবার আসবে—

এই ভাবের অভিনন্দনে

সবাই সজাগ সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠে চলেছে,

মা আসবে—

এই চিন্তা,

এই মনন-তৎপরতা

মানুষকে দীপ্ত ক'রে

অনর্গল কৃতি-দীপনায়

সন্দীপ্ত ক'রে তুলেছে,

বোধনের

বোধপ্রবণ-তৎপরতায়

প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে—

মা ! এস ;

আনন্দবিধুর বেদনা-তৎপরতায়

উদ্দীপ্ত হ'য়ে

আশা-সন্দীপনী উচ্ছলতায়

প্রত্যেকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শিষ্ট ও সুন্দর বোধি-তৎপরতায়
মাকে পেতে চায়,
মাকে উপভোগ করতে চায়—
ঐ আনন্দময়ী
উচ্ছল সন্দীপ্তির
উদ্দীপনী আকুলতা নিয়ে ;
মা আমার !
তুমি এস,
আমাদের মাথায় হাত দিয়ে
কোলে-কাঁখে নিয়ে
আবার একটু আদর কর,
চুম্বন-চরিত্রের
বিভবদীপনী উচ্ছলতায়
সবাইকে বিশাল ক'রে তোল,
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
তুমি জাগ্রত থাক,
তুমি দীপ্ত হ'য়ে চল,
প্রীতি-কঙ্কণ-তৎপরতায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তোমার হাতের শিঞ্জিনী-শব্দে
নূপুরের উদ্দীপনী নিক্কণে
সবাই নেচে উঠুক,
সবাই তোমাকে জড়িয়ে ধরুক,
তৃপ্তি
একটা বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে
কৃতি-উচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বোধ-বরাভয়
প্রত্যেক অন্তরে
শিষ্টসুন্দর তৎপরতায়
সুপুঙ্খ তাৎপর্য্যে
বোধনার বোধদীপ্তিতে
উদ্বেলনী তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
একটা নির্ভুল গতি নিয়ে ;
মায়ের আদরই তো সব,
সেই তো পিতৃপক্ষের আবাহক ;
তাই, বড় আশা—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সবার অন্তঃকরণে তুমি জাগ,
পিতৃপক্ষকে
উচ্ছল ক'রে তোল,
সবাই বাঁচুক,
সবাই থাকুক,
সবাই উদ্দীপ্ত হোক—
একটা নিরেট আনন্দে
প্রত্যেককে জীয়ন্ত ক'রে তুলে ;
যা'র মা আছে—
তা'র কি অভাব আছে মা !
অভাবও যে ভাবঘন হ'য়ে
উচ্ছল সন্দীপ্তিতে
স্মিতমুখর তৎপরতায়
আগমনীর মাতৃসুরে
সব যা'-কিছুকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকে ;
মা আমার !
তুমি থাক,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সন্তানের অমোঘ উদ্দীপনী তৎপরতা
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
কৃতী হ'য়ে উঠুক,
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
জ্ঞানবিভোর তৎপরতায়
ব্যক্তিত্বকে সার্থক ক'রে,
সব যা'-কিছুকে
বিহিত তৎপরতায় আলিঙ্গন ক'রে
সে জানুক সব,
সে করুক সব,
সে বুঝুক সব ;
অভাব-অনটন
দুঃখ-কষ্ট
যা'-কিছু আছে সব
পরিপূর্ণতাকে ডেকে আনুক—
শিষ্ট তৎপরতায়—
তা'দিগকে কৃতিমুখর ক'রে,
প্রত্যেকের অন্তঃকরণ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বোধিদীপনী দীপ্তিতে
দীপ্ত ক'রে তুলে
অনটন-অবহেলাকে দূর ক'রে দিয়ে
শিষ্টসুন্দর ভ্রাতৃত্বের প্রীতি-বন্ধনে
তোমারই চরণবেদীতে
সকলে সমবেত হোক,
ধরুক, করুক,
আর উচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;

তুমি থাক,
সর্ব্বাঙ্গে তুমি থাক,
সমস্ত পদক্ষেপে
তোমারই চলন
চতুর তৎপরতায়
শিষ্ট সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
বোধনার বোধি
প্রত্যেকে বোধ ক'রে
সংহতির বিশাল তাৎপর্য্যে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

অচ্ছেদ্যভাবে তৎপর হ'য়ে চলুক,
তোমার একটু আদর
সবাইকে
এমনি ক'রেই অমোঘ ক'রে তুলুক—
কৃতিদীপনী আলোক-লাস্যে,
রোগ-শোক-দুঃখ-দরিদ্রতা
যা'-কিছু আছে—
সব মিস্মার হ'য়ে যাক,
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক সবাই মা !
ঘরে-ঘরে
ব্যাপ্তির বিশাল উর্জ্জনায়
সবাই তোমাকে উপভোগ করুক,
তা'দের মা আছে,
নিরন্তর
নিয়ত শিষ্ট নিয়তির
আবাহন-আকুল উচ্ছল দীপনা যেখানে—
সেখানে মা কা'রো
চক্ষুর দীপ্তির বাইরে নয়কো,

এস,

মা আমার !

একবার নাও,

একবার ধর,

মাতৃহারা আমরা যেন কেউ না হই।

....

৺বিজয়া-উপলক্ষে,

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৩০শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৭১

(ইং ১৬।১০।১৯৬৪)

৯৩

জীবনের দন্দ্ভি চলনে

বাতাসের

আদ্রীভূত

উচ্ছল অনুদীপনী তাৎপর্য্যে

সত্তার সমীহ-সন্দীপী উৎসারণার

উদাত্ত আহ্বানে
ক্রমান্বয়ী তৎপরতায়
শিষ্টসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
সৃষ্টির সৃজন-প্রগতি
উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
দুনিয়াকে সুসজ্জিত ক'রে
ধীরে-ধীরে
সেগুলির স্বতঃব্যক্তিত্ব
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল,—
একটা পারস্পরিক সঙ্গীতির ভিতর-দিয়ে
লোল-লালিমার দীপ্তি-ঈক্ষণে
উত্তাল হ'য়ে চলতে লাগল,
সৃজনের আদ্রীভূত উৎসাহ
ক্রম-পদক্ষেপে
ক্রমিক তাৎপর্য্যে
শ্রমদীপন উৎসাহ-সন্দীপনায়
ছড়িয়ে যেতে লাগল
দুনিয়ার 'পর,

স্বার্থ ও সঙ্গতির
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠল
দুনিয়ার
সুবেশ-সন্দীপী
ধৃতিদীপনী তাৎপর্য্যে,
প্রীতি-সঙ্গতির পরম আকর্ষণ
নানা রকমারি তাৎপর্য্যে
সবগুলিকে সংহত ক'রে রাখল
এই দুনিয়ার বুকেই,
বৃদ্ধি ও সিদ্ধ-সন্দীপনায়
সঙ্গতির শুভ আহ্বানে
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠে
তাৎপর্য্যের সুসৌষ্ঠবে সংহত হ'য়ে
সকলের ভিতর-দিয়েই
সবাই
খিন্নতা বা ক্ষুণ্ণতাকে নিরোধ ক'রে
যে যেমন পারে—

উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
এই বাঁচাবাড়ার তাৎপর্য্যটি
উপভোগ ক'রে
শিষ্ট সন্দীপনায়
বিনায়িত প্রীতিসন্দীপনা
ক্রমেই
তাৎপর্য্যশীল
শুভসন্দীপী দীপক-রাগদ্যোতনায়
উচ্ছল সচলে চলৎশীল হ'য়ে
চলতে লাগল,
আর, তা'
যেখানে যত গাঢ়
যত সুন্দর
যত দীপ্ত—
তৃপ্তিও সেখানে তেমনি ;
তাই বলি,
ঐ প্রীতিসঙ্গীতিকে হারিও না,
বাঁচাবাড়ার উৎসারণী তাৎপর্য্যে

প্রীতিসঙ্গীতিকে পরিবেশন কর,—
যা'তে সবাই
পুষ্ট ও প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
দুনিয়ায় জাতি আছে,
কিন্তু এখনও তারা
দৃঢ়তাৎপর্য্য-বিচ্ছিন্ন,
তাই বলি,—
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপ্ত
প্রীতি-উচ্ছল উদ্দীপনায়
যত পার—
যেমন ক'রে হো'ক—
সবাইকে প্রীতি-সংহত ক'রে তোল,
তোমার দরদে
দরদী হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার স্বার্থে
শিষ্ট হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে
সুষ্ঠু হ'য়ে উঠুক সবাই,

কৃতিদীপনী উচ্ছল অনুবেদনায়
সংকৃত ক'রে তোল সবাইকে,
সবাই তোমার হো'ক,
সবারই তুমি হও,

স্বস্তি
সিদ্ধ হস্তে
ব্যক্তিত্বের জয়গান করুক—
সুন্দরের শুভনন্দনায় ;

দয়াল আমার !
তুমি সবাইকে এমন আশীর্ব্বাদ কর—
তোর দিব্য-প্রীতি
সবাইকে এমনতর উচ্ছল ক'রে তুলুক—
যাতে কেউ বেদনানিষ্পিষ্ট না হয়,
সার্থক হ'য়ে উঠুক প্রত্যেকের সত্তা—
তা'র সব পরিবেশ নিয়ে,

এই সাত্বত জয়গান
মানুষের অন্তরে
দিব্য-দীপ্তির সৃষ্টি ক'রে

প্রীতি-উৎসারণায়
সুসংবদ্ধ হ'য়ে থাকুক—
প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে,
অস্তিত্ব ও স্বভাব-অনুপাতিক,
দরদের ধন্য বার্ত্তা নিয়ে,
সাবধানের সুদক্ষ তাৎপর্য্যে।

....

'নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭২
(ইং ১৪।৪।১৯৬৫)

৯৪

আমি চাই—
তোমরা শিষ্ট হও,
সার্থক হও,
শুভদীপ্তি
তোমাদের পথপ্রদর্শন করুক,

ইষ্টনিষ্ঠা
অস্খলিত হ'য়ে
তোমাদের অন্তঃকরণকে বিনায়িত করুক,
ধৃতিদীপা
তোমাদের সহায় হোন,
আর, সার্থকতা
তোমাদের চারিত্রিক অনুচলনে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
স্বস্তি ও শান্তি
শিষ্টাচারের আরতি নিয়ে
তোমাদিগকে শৌর্যশীল ক'রে তুলুক,
বীর্য্যবান ক'রে তুলুক ;
পরাক্রম-অধ্যুষিত দীপন-তৎপরতা
এই মিলনকে সার্থক ক'রে তুলুক,
—আমার এই-ই প্রার্থনা।

বিবাহ-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, সোমবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭২
(ইং ১০।৫।১৯৬৫)

৯৫

অনেক মনীষী ব'লে থাকেন—
মা ! তুমি আসবে ;
তুমি এস মা !
না এলে—
লোকসংহতি
তোমার সন্তান-সংহতি
সৌষ্ঠবসমন্বিত হবে না,
মা-ই জানে—
তা'র সন্তানগণকে
কেমন ক'রে বিনায়িত করলে
তা'রা সৌষ্ঠবসমন্বিত হয়—
তা' কর্ম্মে,
জ্ঞানে,
বোধদীপ্তিতে,
আর, সে-বোধের আলো দিয়ে
সে সবার ভিতর দেখতে পায়—

কোথায় তুমি
কেমনতর
উচ্ছল ও উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে ;
যা'রা মাতৃভাবে উচ্ছল,
ভক্তিতে উজ্জ্বল—
তা'রাই কিন্তু
লোকদীপ্তিকে বিনায়িত ক'রে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে
তোমারই ধরিত্রীর ধারণধৃতিকে
উর্জ্জিত ক'রে দেয় ;
আর, এই মায়ের মমতাই
সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রত্যেকের হৃদয়কে
ঋতিদীপা ক'রে
পরস্পর পরস্পরকে
আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে থাকে—
তা'র জীবনীয় যা'-কিছুকে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে,

দেবদীপ্তির আলোক-মূর্চ্ছনায়,
মাতৃত্বের মমত্ব-উচ্ছলায়,
আর, তা'ই নিয়েই
সন্তানের জীবনকে
শিষ্ট ক'রে তোলে,
উচ্ছল ক'রে তোলে,
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, এই উদ্দীপনী মাতৃমন্ত্রই
পিতার উচ্ছ্বাস-কৃতি গেয়ে-গেয়েই
সংহত হ'য়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ ;
তাই মা !
মা ছাড়া যে আর
কা'রো উপায় নেই,
মা'র কোল ছাড়া
পিতৃত্বের পালনদীপ্তি কি
ফুটে ওঠে মা ?
তোমারই মমতার
মর্ম্মদীপনী মাতৃমন্ত্রে

পিতার পৈতৃক প্রভুত্ব,—
যে-প্রভুত্বে
মানুষ উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
বিশাল হ'য়ে
প্রত্যেককে বিনায়িত ক'রে
সুদীপ্ত ক'রে তোলে
এবং পরস্পর পরস্পরের
সুখের কারণ হ'য়ে ওঠে ;
মা আমার !
আমাদের সবারই মা তুমি,
যে জানে—
সে তোমার দিকে তো তাকিয়ে থাকেই,
আর, যা'রা না জানে,
না বোঝে—
তা'দেরও কিন্তু
তোমার অঙ্ক ছাড়া উপায় নেই আর ;
ধরণীর ধৃতি-মূর্চ্ছনা

তোমারই মূর্ত্ত উচ্ছ্বাস নয় কি ?
আলিঙ্গন-উৎসর্জ্জনা কি
তোমারই সোহাগ নয়কো ?
মুক্ত সন্দীপনী তাৎপর্য্য
মানুষকে
অসৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে
সৎসন্দীপনায় উচ্ছলই ক'রে তোলে,
তা' কি নয় মা ?
আর, তোমার প্রাণের বাৎসল্য-সন্দীপনা
তেমনি ক'রেই
মানুষকে
দুনিয়াকে
সুদীপ্ত ক'রে
সুসংহত ক'রে
উচ্ছল উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
তৎপর ক'রে তোলে,
মমতা,
বোধদীপ্তি,

জ্ঞানবোধনা

ক্রমেই তা'দের সত্তাকে
ঘনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে উচ্ছল ক'রে
স্বস্তির পথে টেনে নিয়ে যায়,
ব'লে দেয়—
মা তোমার
ঐ একটু এগিয়েই আছেন ;
তাই মা !
তুমি এস, তুমি ধর,
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
জীবন-প্রভাকে
অকাট্য ক'রে তোল—
সৌষ্ঠবসমন্বিত উচ্ছলতায়
সাবলীল ক'রে তোল—
সৌন্দর্য্যের শুভ সন্দীপনায় ;
মা !
যা'রা মায়ের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে—
মা কি তা'দের ছেড়ে যায় ?

পালিয়ে যায় ?
লুকিয়ে থাকে ?
মা কি তা' করতে পারে ?
তা'র অন্তরদীপালী
তা'তে যে ম্লানই হ'য়ে যায় ;
তাই মা !
তুমি এস,
সবাই তোমাকে দেখুক,
মানস-মন্দিরে ভাবুক,
আনন্দ-সন্দীপনায় চলুক,—
দীপ্ত তাৎপর্য্যে ;
সুখী হোক সবাই,
সবাই সবাইকে সুখী করুক,
আর, এই সুখ-তাৎপর্য্যের
সুষ্ঠু সন্দীপনাতেই
মায়ের অধিষ্ঠিতি ।

....

৺বিজয়া-উপলক্ষে,

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৯শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৭২

(ইং ৫।১০।১৯৬৫)

৯৬

বড় খোকা !

পরমপিতা তোমাকে

উচ্ছল ক'রে তুলুন,

লোকপ্রীতি

তোমার অন্তঃকরণকে

উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক,

তুমি লোকের আনন্দদীপ হ'য়ে

তা'দের অন্তঃকরণকে

আলোকিত ক'রে তোল,

তোমার নিষ্ঠা

দিব্য-অনুধাবনায়

জ্যোতিষ্মান হ'য়ে উঠুক,

লোকজীবনে

তৃপ্তিকে অব্যর্থ ক'রে তুলুক,

মানুষের জীবনদীপ্তিকে

চির-প্রাঞ্জল ক'রে তুলুক,

সক্রিয় প্রার্থনার
উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
তুমি ও তোমার
সম্বেদনী সঙ্গের প্রত্যেকে
যেন চিরজীবী হ'য়ে থাক ;

দীপ্ত হও,
তৃপ্তি দাও,
আনন্দ-উচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
শিষ্ট-সুন্দর ক'রে তোল,
উচ্ছলতার
উজ্জ্বল
অপার
অবাধ
সুদীপ্ত উদ্দীপনায়
প্রত্যেককে সার্থক ক'রে তোল,

কেউ যেন
উন্নতির অবাধ উদ্দীপনায়

ব্যর্থ না হয়,
পরমপিতার কাছে প্রার্থনা—
সকলকে সার্থক ক'রে তুলে
সেই স্বার্থের অর্থ নিয়ে
সমস্ত ব্যর্থতাকে
বিদাহিত তাৎপর্য্যে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
তা'দের ভোগদীপনায়
জীবন-প্রহরণায়
সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলে
তুমিও তেমনি তাৎপর্য্যে
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে থাক—
জীবন ও আয়ুর সুসন্দীপ্ত সমন্বয়ে ;
পরমপিতা
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলুন,
তুমি বেঁচে থাক,
চিরায়ু
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলুক,

কৃতি

তোমাকে সার্থক ক'রে
সুদীপ্ত সুসৌন্দর্য্যে
তৃপ্তির প্রভাতী সঙ্গীতে
উচ্ছলতায়
সবাইকে সিক্ত ক'রে তুলুক,
পরমপিতার আশিস্‌দীপ্ত দীপালি-দুন্দুভি
প্রীতি-সঙ্গতিতে
সবাইকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে
সুসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে তুলুক,
কেউ যেন বোধব্যর্থ না হয়,
পরমপিতার কাছে আমার এই প্রার্থনা
তিনি সার্থক ক'রে তুলুন ;
তোমার মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন—
যেখানে যাঁ'রা আছেন,
তাঁ'রাই
স্বস্তিদীপা
দীপ্ত জীবন পেয়ে

চিরায়ুত্ব লাভ করুন ;
পরমপিতার কাছে এই আমার প্রার্থনা ।

—তোমার বাবা

পূজ্যপাদ বড়দার শুভ পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৭২
(ইং ২৪।১১।১৯৬৫)

৯৭

ধৃতিদীপা
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
জীবনদীপ্তি
মানুষকে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
তৃপ্তির অমর গীতি
সবাইকে দীপ্ত ক'রে তুলুক ।

ধৃতিদীপা-পত্রিকার জন্য,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা ফাল্গুন, কৃষ্ণা নবমী, রবিবার, ১৩৭২
(ইং ১৩।২।১৯৬৬)

৯৮

নবীনের নবতরঙ্গ
সন্দীপনী উচ্ছলার
ধৃতিবিভোর তৎপরতায়
লালিমাদীপ্তির—
নবীন দীপ্তির
ধৃতি-বিকিরণে
ব্যোমকে উচ্ছল ক'রে তুলে
সব যা'-কিছুকে
আলোদীপন ক'রে তুলল,
সঙ্গে-সঙ্গে ফুটে উঠল তা'র আবহাওয়া—
চলনের অনিবার্য্য পদক্ষেপ,—
যে-পদক্ষেপের ভিতর-দিয়ে
সত্তার ধৃতিকে বিধায়িত ক'রে
জগৎখানা উচ্ছল হ'য়ে উঠল—
উচ্ছল প্রাণের
দিগ্‌দীপনী তৎপরতায়;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তাই বলি—
ওঠ,
ধর,
তৎপরতার তীর্থকে
সার্থক ক'রে তোল,
সমস্ত জীবনটাকে অর্থান্বিত ক'রে
সার্থকতাকে শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে
উচ্ছল দীপন-তৎপরতায়
দীপ্ত ক'রে তোল,
এই দীপ্তি
সবার ভিতর চারিয়ে গিয়ে
ক্রমদীপনী তৎপরতায়
দুনিয়ার জীবনগুলিকেও
তেমনি তাৎপর্য্যে
বিনায়িত ক'রে তুলুক,
অন্তরের অতুলনীয় দীপ্তি নিয়ে
তোমার অন্তরের সূর্য্যবেদীকে
দীপ্ত ক'রে তোল,

প্রত্যেকটি ব্যক্তি
তা'দের ব্যতিক্রমগুলি ভুলে গিয়ে
পারস্পরিক সংহতি-তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
প্রণয়তৃপণী শুভদীপনায়,
সবাই সবার হো'ক,
প্রত্যেকে
প্রতিদীপ্ত হো'ক সবার,
সার্থক হ'য়ে উঠুক দুনিয়াখানা,
প্রত্যেকের জীবন ধন্য হ'য়ে উঠুক,
উচ্ছল উর্জ্জনা
জীবনকে দীপ্ত ক'রে
নানারকমের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে সঙ্গীতশীল ক'রে তুলে
সবকে সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলুক,
প্রার্থনা কর পরমপিতার কাছে—
তোমাদের দৃষ্টিই যেন
তাঁ'র দিকে সুবদ্ধ হ'য়ে থাকে,

আর, সেই সম্বন্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে যাক
দুনিয়ার সমস্ত যা'-কিছু
তা'দের ভিতরে,
আর, যা'র যে রকম—
ঐ রকমে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠুক ;
দয়াল আমার !
পরমপিতা আমার !
সবাইকে
দীপ্ত ক'রে তোল,
তৃপ্ত ক'রে তোল,
শুদ্ধ ক'রে
পরিপূরিত ক'রে
প্রীতিদীপনী প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
সবাই ভাল থাক,
ভাল কর,
ভাল চল,
আর, ভরদুনিয়াটা
ভালয় বিভোর হ'য়ে উঠুক,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অশিষ্ট যা'—
অন্যায্য যা'—
তা' জীবন-তাৎপর্য্যের শুভচলনে
প্রত্যেকের চলনগুলিকে
অমনতরই উচ্ছল ক'রে তুলুক—
শুভের দিকে,
সুন্দরের দিকে,
সুঠাম তাৎপর্য্যের বিনায়িত তৎপরতায়
দয়াল !
আর তা'ই যেন তোমার পূজায় লাগে।

নববর্ষ পুরুষোত্তম-স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৭৩
(ইং ১৫।৪।১৯৬৬)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৯৯

নিজে
শিষ্ট ও সুন্দর হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যেকটি মানুষ
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
তোমার দীপ্ত তাপস উদ্যমে,
লোকের যা'তে ভাল হয়—
আপ্রাণ দৃষ্টি ও চেষ্টা নিয়ে
তা'তে অবজ্ঞা ক'রো না ;
এমনি ক'রেই
বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠ সবার কাছে—
সন্দীপ্ত সম্পদের শুভ-তাৎপর্য্যে,
বিশ্বেশ্বর
বিশাল দীপ্তিতে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলুন।

ব্যবসা-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৫ই মে, ১৯৬৬
(বাং ২১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩)

১০০

সত্তার কর্ত্তৃত্ব যেখানে শিষ্ট—
যাঁ'তে
নিজের সত্তাকে
একদম বিলিয়ে দেওয়া হয়—
স্বামিত্ব তো সেখানেই,
আর, এই স্বামিত্ব
স্বর্গীয় হ'য়ে ওঠে তখনই—
যখনই সর্ব্বান্তঃকরণে
মানুষ তাঁ'কেই
'আমার' ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকে ;
তাই, স্বামিত্বের দীপ্তি
তখনই ফুটে ওঠে—
সমস্ত পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যখন উভয়ে উভয়কে
অজচ্ছলভাবে আপনার ক'রে নেয়,
দেবতার আশীর্ব্বাদ

তখন দীপ্ত হ'য়ে ওঠে জীবনে,
আর, তা' যখন তৃপ্তি-উচ্ছল—
স্বর্গ
সেখানেই আশীর্ব্বাদ ক'রে থাকে।

বিবাহ-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩
(ইং ২।৬।১৯৬৬)

১০১

জীবন যখনই উচ্ছল হ'য়ে ওঠে
বোধিদীপ্তির জ্বলন্ত আলোকে,—
সে তখনই দেখতে পায়
তা'র সম্মুখ এবং ভবিষ্যৎ ;

পরমপিতায় প্রীতি-নিষ্ঠাই
ধৃতি-উৎসব নিয়ে
যেখানে যেমনতর
সেগুলিকে দীপ্ত ক'রে তোলে—
মানুষের বোধদীপালির তাৎপর্য্যে ;
বিবেক তোমার জাগুক,
বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হোক,
দূরদৃষ্টি সুবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
সত্তা উঠুক সার্থকতার গান গেয়ে,
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ
শীর্ষ-দীপালির তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে
মানুষের অন্তঃকরণে দীপ্ত হ'য়ে থাকুক
তেমনি ক'রে।

একটি কারখানার উদ্বোধন-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৮ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৭৩
(ইং ২৪।৭।১৯৬৬)

১০২

উন্নতি উচ্ছল হ'য়ে
তোমাদিগকে দীপ্ত ক'রে তুলুক,
সে-দীপ্তি
প্রতিটি সত্তাকে সুষ্ঠু ক'রে তুলুক—
উচ্ছল আলিঙ্গনে
শুভ-সন্দীপী ক'রে ;
দয়াল তোমাদের অন্তঃকরণকে
সুদীপ্ত ক'রে তুলুন,
উন্নত ক'রে তুলুন,
উচ্ছল ক'রে তুলুন,
শিষ্টসন্দীপী তাৎপর্য্যে
তোমাদের ঈপ্সিতসহ
শুভ-সন্দীপনায়
পরমপুরুষে অর্ঘ্য
নন্দিত ক'রে তুলুক
প্রত্যেকটি হৃদয়কে,

দয়ালের মাঙ্গলিক ঈপ্সা
তোমাদিগকে
পরিবেশ-সমীক্ষায়
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
আমার প্রার্থনা তাঁর কাছে এই-ই।

....

পূর্ব-পাকিস্তানে শুভ ৭৯তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৩শে আগষ্ট, ১৯৬৬
(বাং ৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৭৩)

১০৩

দারোয়াকে
সার্থক ক'রে তোল
গঙ্গার গোমুখী-উচ্ছ্বাস হ'তে—
বিশ্ববিদ্যালয়ের
তাপস উচ্ছল সন্দীপনী তাৎপর্য্যে,

উচ্ছল হ'য়ে ওঠ
আদিত্য-তৎপরতায়,
স্বস্তিসম্বর্দ্ধনায়
সবকে উচ্ছল ক'রে তোল,
জীবন স্বস্তিময় হ'য়ে উঠুক,
আর, এই স্বস্তিই হ'চ্ছে
জীবনের পরম দীপ্তি—
যা'
যা'-কিছুকে
সুদীপ তৎপরতায়
শিষ্ট ক'রে তুলে
প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে
স্বস্তিসম্বোধনায় বিশ্বাসিত ক'রে রাখে ;
সম্বর্দ্ধনার
স্বস্তিদীপনী তাৎপর্য্যই তা'ই।

পাটনায় জন্মোৎসব-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৭ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৭৩
(ইং ২৩।৯।১৯৬৬)

১০৪

উচ্ছল ক'রে তোল সবাইকে,
শিষ্ট কর,
সুন্দর ক'রে তোল সবাইকে,
প্রীতি-সঙ্গীত
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবার ভিতরে,
সবাই তোমার আপনার হোক,
তুমিও সবার আপনার হও,
পরিতৃপ্ত এই উচ্ছলতা
সন্দীপ্ত ক'রে তুলুক প্রত্যেককে—
হৃষ্ট অন্তরের তৃপ্তি-উৎসর্জ্জনায় ;
ভক্তি হোক
মুক্তি হোক
আর দিব্য দ্যোতনাই হোক—
সবই
সবার অন্তরের ভিতর-দিয়ে
সুবহ তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,

সবার হও তুমি,
তোমার হোক সবাই,
পরমপিতার কাছে এইতো প্রার্থনা,—
যে-প্রার্থনার
প্রদীপ্তি-উচ্ছলতা
দীপ্ত ক'রে তুলে
নন্দন-তৎপরতায়
নিবিষ্ট অন্তরে
দেববদ্যুতির উদ্দীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে
শিষ্টতার শুভদীপ্তিতে মুগ্ধ ক'রে তোলে।

United Celebration Committee-র
উদ্যোগে দমদমে জনসভা-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৬
(বাংলা ২০শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩)

১০৫

উচ্ছল উদ্বেদনা
দুনিয়ার সব যা'-কিছুতেই
দীপ্ত হ'য়ে উঠল,
শিষ্ট সমীক্ষা
প্রত্যেকের হৃদয়ে ব'লে উঠল—
ঐ মা এলেন,
যে-পূজার ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু সব উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,—
সে-পূজার অমোঘ উচ্ছলার
উদ্বেদনী তৎপরতায়
দীপ্ত হ'য়ে উঠল প্রত্যেকে ;
আলো নেই,
অন্ধকার নেই,
আছে মাতৃদীপ্ত উচ্ছল
উদ্বেলনী তৎপরতা,
যা'র ভিতর-দিয়ে

প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
দুনিয়ার যা'-কিছু
উদ্বেল হ'য়ে
তৎপরতায় দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সিক্ত হ'য়ে ওঠে,
নন্দিত হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে উচ্ছল করে ;—
যে-উচ্ছলতা
প্রতিটি অণু-পরমাণুকে
প্রাণনদীপ্ত ক'রে
নন্দন-তাৎপর্য্যে
শক্তির স্মিত-সুন্দর ক্রম-উদ্বর্ত্তনে
মহান হ'য়ে উঠল,—
তা' ছোটতেই হোক,
আর বৃহত্তরেই হোক ;
মা'র প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিপ্রত্যেককে
ভরপুর ক'রে তুলতে লাগল—

কৃতিদীপ্ত সন্দীপ্ত ক'রে,
এই সন্দীপ্তি—
এই ষট্প্রদীপ
সব-কিছুকে এমনই
স্মিত অগ্নিদীপ্ত ক'রে তুল্ল,
যা'তে পৃথিবীর যা'-কিছু
উচ্ছল হ'য়ে
শৌর্য্যদীপ্তিতে
শিষ্ট তাৎপর্য্যে
কৃতি-উদ্বেল তৎপরতায়
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ;
তাই, ওঠ,
জাগ,
জেগে থাক,
যে-জাগরণ
সব যা'-কিছুকে
সজাগ ক'রে তুলে
শিষ্ট ক'রে তুলে

দীপ্ত ক'রে তুলে
কৃতি-প্রতুল ক'রে তোলে ;

মা এলেন,
তিনি এলেন বটে—
যা'-কিছুর মূর্ত্তি-উচ্ছল
দীপ্তি-উচ্ছল
কৃতি-দীপন তাৎপর্য্যে
সবকে বিনায়িত করতে-করতে ;

মা !
তুমি আমার,
আমি তোমার,
অন্তরের যা'-কিছু নিয়ে
তোমাতেই আবির্ভূত হয়েছি,
এই আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
ভর-দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ুক,—
সবকে সুন্দর ক'রে তুলে,
শিষ্ট ক'রে তুলে,

সুদীপ্ত ক'রে তুলে,
সত্য-শিব-সুন্দরের
উৎসর্জ্জনী মাধুর্য্যে—
আমাদের অন্তরকে
উচ্ছল ক'রে
মাতৃমুগ্ধ ক'রে ;
তুমি থাক,
এমনি থাক—
সেমনি তাৎপর্য্যে,
মা, আমার !
মুগ্ধ মধুর
দীপ্ত-মুখর
উদাত্ত কৃতি-তৎপরতা
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক।

৺বিজয়া-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৬ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৭৩
(ইং ২৩।১০।১৯৬৬)

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

১০৬

খোকা !

জীবনের চঞ্চল উচ্ছ্বাস

হৃদয়ের অকূট* তাৎপর্য্য

জীবনের উদ্বেল উল্লাস

বৃদ্ধ বিকৃতির

সুন্দর দীপালি

উচ্ছল দীপনায় দীপ্ত হ'য়ে

সাত্যকি-তাৎপর্য্যে

বৃদ্ধ তৎপরতায় শিষ্ট হ'য়ে

প্রদীপনী শিষ্ট দীপনায়

ক্রমে-ক্রমে

উচ্ছল হ'য়ে চলতে লাগল—

যে-উচ্ছলতা

স্বতঃ-সন্দীপনী তৎপরতায়

---

* অকূট = কুটিলতারহিত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দীপ্ত উচ্ছ্বসায়

জীবন-যজ্ঞকে

ক্রম-তাৎপর্য্যের সুষ্ঠু সৌন্দর্য্যে

দীপ্ত ক'রে তোলে,

বেতাল তাৎপর্য্যে

উচ্ছলের অধিদীপ্ত

মুখ্য মরুতের*

বিদীপ্ত চেতনায়

সবই

আরো হ'তে আরোতর

জীবন-উচ্ছ্বাসে

আরো-আরোর পথে

দীপ্ত হ'য়ে চলে ;

তুমি ওঠ,

জাগ,

তোমার সত্তার

* মুখ্য মরুত=মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত প্রধান প্রাণবায়ু।

স্মিতদীপ্ত বিসিক্ত তৎপরতা
তোমার উচ্ছ্বাসে
উদ্দীপনী কৃতিযাগে
ক্রম-তাৎপর্য্যে
নিষ্ঠানিঃশেষ জীবনযজ্ঞে
ক্রমসন্দীপনী বিদীপনার
মহান দীপালি
ক্রমদীপ্ত উচ্ছল সামর্থ্যে
নিজেকে দীপ্ত ক'রে
দ্যোতমুখ্য তৎপরতায়
সব দুনিয়াকে মুগ্ধ ক'রে তুলুক ;
তুমি ওঠ,
তুমি জাগ,
জীবন-তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—
শিষ্টমধুর সুন্দরের
সপ্তর্ষিমণ্ডলে ;
বাঁচ, বাড়,

বাঁচাবাড়ার ওপার থেকে *
তুমি শিষ্ট হ'য়ে
সেমনি তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে চলতে থাক,
জীবনদ্যোতনা
দীপ্তসুন্দর হোমবিভায়
তোমাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক ;
তুমি বাঁচ,
তুমি থাক,
তুমি চিরকাল
সত্তার সৌধ-তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
উচ্ছল হ'য়ে থাক—
সুকৃতির সুন্দর মহিমায়,
আর, দুনিয়াটা
ভর্গশীল উচ্ছলার দীপ্ত তাৎপর্য্যে

---

* বাঁচাবাড়ার ওপার থেকে=যেখানে বাঁচাও নেই, অবাঁচাও নেই। স্থির অরুন্ধতী নক্ষত্রের মত।

দীপ্ত হ'য়ে
তোমারই অন্তর-অক্ষিতে
সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
তুমি বাঁচ,
তুমি থাক,
তুমি ওঠ,
তুমি তেমনি ক'রেই
সচল হ'য়ে চল।

—তোমার বাবা

পূজ্যপাদ বড়দার ৫৬তম জন্মতিথি-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৭৩
(ইং ২।১২।১৯৬৬)

১০৭

সুখী হও,
উচ্ছল হ'য়ে চল,
দীপ্তসুন্দর তাৎপর্য্যে

সমস্ত মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোল,
পরস্পর পরস্পরের
উদ্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
মুখর হ'য়ে উঠুক,
তৎপরতার মহান দীপ্তি
প্রত্যেককে
উচ্ছলতায় উদ্বেল ক'রে তুলুক,
আর, স্বস্তিসুন্দর তপোদীপনা
যেন প্রত্যেককে
বিভান্বিত ক'রে তোলে ;
পরমপিতার কাছে আমরা একান্ত প্রার্থনা—
তোমরা কেউ বিকৃত হ'য়ো না,
উচ্ছল উচ্ছ্বাসে
মানুষকে শিষ্ট ক'রে তোল।

চন্দননগর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সম্মেলন-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩৭৩
(ইং ১২।২।১৯৬৭)

১০৮

সৌষ্ঠবসুন্দর তৃপ্তিভরা হৃদয় নিয়ে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
পরিচর্য্যার উচ্ছল তৎপরতায়
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
জীবন-তাৎপর্য্যের মহান পূজায়
একটুও বিকৃত হ'য়ো না,
তৃপ্ত হ'য়ে চল,
দীপ্ত তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
প্রীতিদীপ্ত সার্থকতা
সম্যক্ সন্দীপনায়
শিষ্ট দীপালীর দীপ্ত হৃদয়ে
প্রত্যেককে দেবদীপ্ত ক'রে তুলুক,
পরস্পর পরস্পরের
জীবন-ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠুক,
আর, সার্থকতা

তোমাদের অন্তঃকরণে উচ্ছল হ'য়ে
সবাইকে সার্থক ক'রে তুলুক।

পূর্ব্ব চকচকা (জলপাইগুড়ি) সৎসঙ্গ-কেন্দ্রের
বাৎসরিক উৎসব-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৭৩
(ইং ১।৩।১৯৬৭)

১০৯

কাউকে বঞ্চিত ক'রো না,
কাউকে বিব্রত ক'রো না,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
বিশিষ্ট ব্যবস্থা কর—
শিষ্ট তৎপরতায়,
পূজনীয় তাৎপর্য্যে,
যা'র যেখানে যেমন প্রয়োজন;
দরদী হও, সকলের জন্য সকলে,

প্রাণপণে তা'দিগকে
সিদ্ধ-তৎপর ক'রে তোল,
তা'রা মুগ্ধ হোক, দীপ্ত হোক,
তা'দের অন্তঃকরণ
প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
সবাইকে ভাল কর,
ভাল ক'রে ধর,
উচ্ছল সন্দীপ্ত তৎপরতায়
সবাইকে দীপ্ত ক'রে তোল,
সবাই সকলের বন্ধু হোক—
সাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে,
আমার প্রার্থনা সবার কাছে তাই—
সকলেই সকলের।

....

নাকালী (২৪ পরগণা) সৎসঙ্গীদের উদ্যোগে
সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩
(ইং ২।৩।১৯৬৭)

১১০

জীবনের তাতল সৈকতে
উচ্ছল দেবতার
শিষ্টসুন্দর তাপসদীপ্তির ভিতর-দিয়ে
সমস্ত আকাশ
তা'র বেলাভূমির যা'-কিছু সব নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
যে-উচ্ছলতা
জীবনের প্রতি পদক্ষেপে
শিষ্ট তৎপরতায়
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
সৌন্দর্য্যদীপ্তিতে মহিমান্বিত ক'রে
যে যেমন
তেমনি তাৎপর্য্যে
তা'কে বিনায়িত ক'রে চল্‌ল ;—
আর, তাই-ই
দীপ্তির শিষ্ট তাৎপর্য্যে

সেগুলিকে ভাস্বর ক'রে তুলল—
তা' আঁধারেই হোক,
আর আলোতেই হোক ;
তাই বলি—
জীবন-তাৎপর্য্যকে
বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলো না,
তা'কে দীপ্ত ক'রে তোল,
সৌজন্য-সমীক্ষু ক'রে তোল,
সব যা'-কিছুকে
তা'র বিশেষত্বে বিস্তৃত ক'রে তোল ;
আর, উচ্ছল নন্দনার দীপ্ত তাৎপর্য্যকে
তৃপ্তিসুন্দর ক'রে তোল—
শিষ্টশোভন দ্যোতনায়,
গ্রহণদীপ্ত সৌন্দর্য্যের
সুষ্ঠু উদ্দীপনায় !
দীপ্তমধুর সৌন্দর্য্যের
দীপালী আলোকে
যা'-কিছু প্রত্যেককে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উচ্ছল ক'রে তোল,
দীপ্ত ক'রে তোল,
মুক্ত ক'রে তোল ;
সৌন্দর্য্যের দীপক দীপ্তিতে
প্রত্যেকের সব যা'-কিছুকে তৃপ্ত ক'রে
মহান তাৎপর্য্যে
নারায়ণী দীপন দ্যুতিতে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে চল,
আর, এমনি ক'রেই
প্রত্যেক মানুষ
মনুষ্যত্বে মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক,
সবাইকে শিষ্ট ক'রে তুলুক ;
মুগ্ধ তৎপরতার মহান দীপ্তিতে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে
প্রত্যেকে প্রত্যেককে
ধৃতি-তাৎপর্য্যের খনি ক'রে তোল,
ভাল হও, সুখী হও,
সবাইকে সুন্দর ক'রে তোল,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সবাইকে শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে
দীপ্ত তৃপণায়
মুগ্ধ ক'রে চল,
কেউ যেন
তোমার কোন
ব্যতিক্রমী বিক্রমমাধুর্য্যে
মূর্চ্ছান্বিত না হয় ;
সবাই সবার হও,
তৃপ্তিগীতি ভরদুনিয়ায় ভ'রে যাক্,
আর, ধৃতিদেবতা
তোমাকে তেমনি ক'রে
নারায়ণী তাৎপর্য্যে উচ্ছল ক'রে তুলুন
ভাল হও, সুখী হও,
সুন্দরের দীপ্ত নারায়ণ
মুগ্ধ সন্দীপনায়
প্রতিটি পদক্ষেপে উচ্ছল হ'য়ে উঠুন।

নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ ও
১১৬তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৪
(ইং ১৫।৪।১৯৬৭)

১১১

জীবনের দীপ্ত বেদ
ফুটন্ত উচ্ছলায়
শিষ্ট হ'য়ে উঠে
প্রতি দীপ্ত দীপালী-দীপনে
সেই দেবী-দীপ্ত উচ্ছল তাৎপর্য্যে
সবার জীবন
দিব্য পরাবর-বিভায়
উদ্ভাসিত ক'রে তুলল,
জীবন-ভিক্ষু—
হৃদয়ের কৃতি-তৎপরতায়
শিষ্ট দিব্য অনুবেদনায়
বুদ্ধ তৃপ্ত উদ্দীপী সম্বেগে
উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
হৃদয়ের অন্তর-দীপালী
তা'র অন্তরের শিষ্ট তাৎপর্য্যে
দীপ্ত হ'য়ে উঠল,

আর, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল
ভগবানের বিভূতি-বৈভব—
উদ্দাম উদ্দীপনী তৎপরতায়,
দীপ্ত তাৎপর্য্যে ;
ওঠ,
জাগ,
দেখ,
খুঁজে দেখ,
তাকিয়ে দেখ,—
যে-দেখা
তোমার অন্তঃকরণকে
দিব্যসুন্দর তাৎপর্য্যে উদ্দীপিত ক'রে
প্রতি অন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তুমি দেখ,
ওঠ,
চলতে থাক,
আর, সেই পথে চলতে থাক—
যে-পথ তোমাকে

উচ্ছল ক'রে তোলে
সচ্ছল তৎপরতায়।

৺বিজয়া-দশমী ও ১১৮তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৫শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৪
(ইং ১২।১০।১৯৬৭)

১১২

কাজল !
মানুষের জীবনতথ্যগুলি
সুবিনায়িত তৎপরতায়
স্ফোটনদীপ্তিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
সেই উচ্ছল তৎপরতায়
তুমিও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সার্থক হও,
কৃপাদীপ্ত হও,

সব যা'-কিছুকে
সৌষ্ঠব তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
উচ্ছল তৎপরতায়
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
তোমার কৃতিতপ সার্থক হোক,
দীপ্ত কৃতি-উর্জ্জনায়
তোমার প্রতি পদক্ষেপ
যেন সুদীপ্ত হ'য়ে
দীপালীর মুগ্ধ তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই উজ্জ্বলতার
প্রতি পদক্ষেপে
তুমি সকলেরই অন্তরেতে
ক্রিয়াদীপ্ত তৎপরতায়
দুনিয়াকে উচ্ছল ক'রে তোল !
সার্থক দীপ্তি
শুভ সন্দীপনায় দীপ্ত হ'য়ে

সকলকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক ;

তুমি সার্থক হও,

দীপ্তি-উচ্ছলা শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে

তোমার অন্তঃকরণ, পরিবেশ ও প্রতিপ্রত্যেককে

সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক ;

সার্থক হও,

সার্থক কর,

আর, ঐ সার্থক দীপালী

তোমাকে চারদিকের

দুনিয়ার সব-কিছুতে

শিষ্টদীপ্ত ক'রে তুলে

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক ;

পরমপিতার কাছে

আমার এই-ই প্রার্থনা ।

—তোমার বাবা

পূজনীয় কাজলদার এম. এস. পরীক্ষায় সাফল্যলাভ-উপলক্ষে,

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৬শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৭৪

(ইং ১২।১১।১৯৬৭)

১১৩

বড় খোকা !
জীবনের
প্রাতঃদীপ্ত উচ্ছল উজ্জ্বনায়
অন্তরের উদাত্ত দীপালী
অস্তিত্বের শিষ্ট তাৎপর্য্যে
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তুমি তোমার মায়ের
শিষ্ট পোষণায়
সিক্তদীপী তাৎপর্য্যে সুষ্ঠু হ'য়ে
দুনিয়াকে দীপ্ত ক'রে তোল ;
তুমি তা'ই হও—
যা'তে অনন্তের দিব্য বোধনা
সব হৃদয়কে উচ্ছল ক'রে দেয়,
প্রীতিসিক্ত তাৎপর্য্যে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল
তোমার এবং তোমার পরিবেশের জীবনকে

যা'-কিছু সব নিয়ে ;
সিক্ত হও,
দীপ্ত হও,
শিষ্ট হও,
সুধাদীপ্তির উদ্বেল তৎপরতায়
সমস্ত দুনিয়াকে
উজ্জ্বল ক'রে তোল,
তৃপ্ত ক'রে তোল,
আর, তোমার অন্তর-বাহিরের সুপ্ত তাৎপর্য্য
তৃপ্ত চলনে
সব যা'-কিছুকে
সুখদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
মাতৃদীপিকা
প্রতিপদক্ষেপেই যেন তোমায়
বিদীপ্ত ক'রে তোলে ;
মাতৃদীপী সুপ্ত তাৎপর্য্য
কৃতিবীর্য্য ক'রে

প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
অন্তরের তৃপ্ত অনুকম্পা
তোমাকে অমৃত সিঞ্চনে
শিষ্ট মহাসম্বেগে
অভিষিক্ত ও অভিদীপ্ত ক'রে
সমস্ত দুনিয়াকে
দীপ্ত ক'রে
শিষ্ট ক'রে
শুদ্ধ ক'রে
সব যা'-কিছুকে
ঋদ্ধিমান ক'রে তুলুক,
মাতৃজীবন তোমার
দিব্য হ'য়ে উঠুক,
সকল উদ্বেগ
সকল দীপ্তি
বিদ্যুদ্‌দ্যুতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক

প্রতিপদক্ষেপে ;

তোমার নিষ্ঠা, সেবা
ও লোকপালী পরিচর্য্যার
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপ্ত অনুচলনে
আমি পরিতৃপ্ত ;

আনন্দ-উচ্ছল তৎপরতায়
তুমি দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
যা'র অভিনিবেশ
আমাকে আরো আরোতর
উচ্ছলদীপ্ত ক'রে তোলে ;

আমার প্রার্থনা পরমপিতার কাছে—
তুমি
তোমার পদক্ষেপকে
এমনি তাৎপর্য্যশীল ক'রে তোল,
মাতৃপূজা প্রতিপদক্ষেপে
যেন তোমাকে
স্বর্গদীপ্ত ক'রে তোলে ;

পরমপিতার কাছে
আমার এই-ই প্রার্থনা ।

—তোমার বাবা

পরম পূজ্যপাদ বড়দার শুভ ৫৭তম জন্মতিথি-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৭৪
(ইং ১০।১১।১৯৬৭)

১১৪

জীবনের দ্রাবিড়-সন্ধান*
উচ্ছল তৎপরতায়
গুপ্ত-সন্দীপনী* প্রবর্ত্তনায়
উচ্ছ্বসিত জীবন-নন্দনায়
সুষ্ঠু উদ্দীপী

---

* দ্রাবিড়=দ্রু (গমনে)+ইড়+ষ্ণ—গতিমুখর। গুপ্ত-সন্দীপনী=গুপ্তকে যা' সন্দীপ্ত ক'রে তোলে।

জীবত্রাণ-তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে লাগল,
অমনি সাথে-সাথে
হৃদয়ের জীবমুখ্য তৎপরতা
জীবনের সুদীপ্ত তারকার*
দীপ্ত মহত্ত্বের
শ্যেনদীপ্ত* তাৎপর্য্যের ঐশ্বর্য্যকে
উচ্ছল স্রবণায়
নিজের মূর্ত্তন* অভিসার নিয়ে
ফুটন্ত ক'রে তুলল—
উচ্ছল বহুদীপ্ত সুভদ্রার*
দিব্য অধিপতির
উজ্জীবনী তাৎপর্য্যে ;
সব যা'-কিছু
প্রতিপদক্ষেপে
পারস্পরিক অভিদীপী তাৎপর্য্যে

* তারকা = Astral Body. শ্যেনদীপ্ত = তীক্ষ্ণ সতর্কতার সাথে বিকশিত। মূর্ত্তন = মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া। সুভদ্রা = শোভন মঙ্গল যাতে আছে।

বৃত্ত*-বরণীয়
দেব-দৈবের
সুপর্য্য* সন্নিধানে
প্রত্যেকটি জীবনকে
উচ্ছল ক'রে তুলল,
ধর্‌ল তেমনি তাৎপর্য্য নিয়ে
যা'র ভিতরে অধিকৃত হ'য়ে
দেবোজ্জ্বল মহান তাৎপর্য্যের সার্থকতা
প্রত্যেক যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তুলল ;
তুমি ওঠ,
তুমি জাগ,
তুমি সেই সুমিত্র* তৎপরতায়
সব যা'-কিছুকে
বিদীপ্ত ক'রে তোল ;

* বৃত্ত=বৃত্তের মত সবদিক নিয়ে। সুপর্য্য=শোভন পর্য্যায়ক্রমে। সুমিত্র=শোভন মিত্রতাসম্পন্ন।

ধর,

কর,

দেব-তাৎপর্য্যে

সবগুলিকে

উৎসিক্ত ক'রে নাও,

আর, জীবনের সার্থকতা—

যা'-কিছু মুহ্যমান আছে—

সবগুলিকে সার্থক ক'রে তুলুক

জীবনের সুদক্ষ তৎপর উচ্ছ্বাসে,

প্রত্যেকে প্রত্যেকের

সন্দীপনী তৎপরতায়

যেন সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;

তাই, ওঠ,

জাগ,

সেই মহান বিদীপনার দিকে

এগিয়ে চল,

সব যা'-কিছুর

ফুটন্ত অনুবেদনায়

সব জীবনকে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলে
সার্থক ক'রে তোল ;
তাই-ই তো সার্থকতা।

নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৭৫
(ইং ১৪।৪।১৯৬৮)

১১৫

জীবনের দীপ্ত অনুবেদ
যখনই অন্তরকে শিষ্ট ক'রে তোলে,
আপনার সকল বোধদীপ্তি
যখনই সিক্ত হ'য়ে ওঠে
দীপ্ত বেদ-তৎপরতায়
শ্রীদীপ্ত উদ্বেজনায়,—
সব যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে নিয়ে,

সত্তাদেবতা তখন চারিদিকে
নিজেকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয় ;

জীবনে সিক্ত হ'য়ে সে যখন
সকলকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে চলে,

তখন সে ঐ তৎপরতাতেই
সব যা'-কিছুকে
অভিদীপ্ত ক'রে তোলে ;

প্রতিটি অন্তঃকরণ
তা'র সুষ্ঠু পরিচর্য্যায়
পরিবেশের সব-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তোলে,

আর তখনই
উত্তাল ক'রে তোলে
সকলের শিষ্টসুন্দর
কৃতি-তৎপরতাকে,
জীবন এমনি ক'রেই ফুটে ওঠে ;

অসৎ-দলনী

অসুর-নাশিনী

আত্মম্ভরী-দম্ভবিজয়িনী মহিষমর্দ্দিনীর
সন্তান তোমরা,—

অসৎকে বিদলিত ক'রে
আসুরিক বীর্য্যের অবসান ক'রে
দেব-বিকিরণায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,
উত্তাল হ'য়ে ওঠ ;

জাগ,
দীপ্ত হও,
তোমার যা'-কিছু আছে
সেগুলিকে
শিষ্ট অনুবেদনায়
অজচ্ছল ক'রে তোল,
জেগে উঠুক উচ্ছল-দীপালী,

আর', তা'

সব যা'-কিছুকে উদ্দীপ্ত ক'রে
অমৃত-উৎসারণী ক'রে তুলুক।

....

৺বিজয়া-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা অক্টোবর, মঙ্গলবার, ১৯৬৮
(বাং ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৫)

১১৬

বড় খোকা !
অন্তরে তোমার
ইষ্টদীপ্ত সুন্দর-শিষ্ট অনুসরণ—
যা' সবাইকে
সুষ্ঠু-সুন্দর কৃতিদীপ্ত ক'রে তুলেছে
নারায়ণের দীপ্যবিভায়—
তা' আরো উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,

তোমার আয়ুদীপ্তি—
হৃদয়ের মুগ্ধ-তাৎপর্য্য—
যা' অন্তঃকরণকে
সিক্তদীপ্ত অনুচলনে
উত্তাল ক'রে তুলে
ভরদুনিয়াকে
সুষ্ঠু-সুন্দর দিব্য তৎপরতার
দীপ্তি-সৌন্দর্য্যে
লোককল্যাণের দীপ্তবিভায়
মুগ্ধ ক'রে তোলে—
তা' তোমার প্রতিপদক্ষেপে
সব অন্তঃকরণকে
মুগ্ধ ক'রে তুলুক ;
তুমি দাঁড়াও,
ওঠ,
যা' করলে জগৎ
সৌষ্ঠব-সুন্দর তাৎপর্য্যে
উত্তাল হ'য়ে ওঠে,

সব যা'-কিছুকে
জীবদীপ্ত ক'রে তোলে,
তাই কর,
তেমনি কর,
তবেই তো সার্থকতা ;
তুমি সুদীর্ঘায়ু হও,
জীবনের দিব্য উচ্ছ্বাস
যা' মানুষকে দীপ্ত ক'রে দেয়,
অন্তরকে সচ্ছল ক'রে তোলে,
তা'কে
তৃপ্ত তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল ক'রে তোল ;
দীর্ঘায়ুর দীপ্ত সুক্রিয়তা
প্রতিপদক্ষেপে যেন
তোমার সুদীপ্ত তৎপরতাকে
প্রতুল ক'রে তোলে ;
তুমি
'তাঁরই' পুণ্যপ্রভায়

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আশিস্-বাণী

সব যা'-কিছুকে অভিদীপ্ত ক'রে
সবাইকে মুগ্ধ ক'রে তোল।

—তোমার বাবা

পরম পূজ্যপাদ বড়দার শুভ ৫৮তম জন্মতিথি-উপলক্ষে,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৫
(ইং ২১।১১।১৯৬৮)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।